২

REGISTERED NO. C.

বার্ষিক মূল্য ৸৹ আনা, মাশুল ৵৹ আনা।

চিকিৎসক।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

তদেব যুক্তং ভৈষজ্যং যদারোগ্যায় কল্পতে।
সচৈব ভিষজাং শ্রেষ্ঠো রোগেভ্যো যঃ প্রমোচয়েৎ॥
চরক।

তৃতীয় খণ্ড।

গবর্ণমেণ্ট মেডিকাল ডিপ্লোমা-প্রাপ্ত

ডাক্তার শ্রীবিনোদবিহারী রায়

কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

রাজসাহী।

শ্রীমুরারিমোহন বিশ্বাস কর্ত্তৃক

বোয়ালিয়া তমোঘ্ন-যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৮৯৯ সাল। ফেব্রুয়ারী।

সংখ্যার নগদ মূল্য ৶১৹ দেড় আনা।

WHOLE VOLUME. TRACING LAMINATED.

POOR CONTRAST.

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

এই সংখ্যা যাঁহাদের নিকট নমুনা স্বরূপ পাঠান হইল, আগামী সংখ্যা তাঁহাদের নামে ভি, পি ডাকে পাঠান হইবে। মূল্য ১৫০ মাশুল ৵১০ মনিঅর্ডার কমিশন ৵০ মোট ১।০ মধ্যে ভি, পিতে ১৲ ধরা হইবে। অনুগ্রহ পূর্ব্বক সকলে গ্রহণ করিয়া সাহায্য করিবেন। পাঁচ জনের সাহায্য ব্যতিত এ কার্য্য হওয়া কঠিন। সম্পাদক।

বিজ্ঞাপনের নিয়ম।

অধিক দিন চলিলে প্রতি পৃষ্ঠা ১৲ টাকা। তিন মাসের অগ্রিম দিতে হইবে। প্রতি মাসে দিলে ১।০ আনা। প্রতি লাইন ৴০ আনা। এক বারের জন্য প্রতি লাইন ৴১০ আনা।

সুলভ কবিরাজী ঔষধ।

কফকেতু।—সর্দ্দিজ্বর সান্নিপাতিকজ্বর সারে ৭ বটিকা ৵০ আনা। ১০০ বটী ১।০

বৃহৎ জ্বরান্তক রস।—অনুপান ভেদে তরুণ পুরাতন জ্বর সারে। ৭ বটিকা ৵০ আনা। ১০০ বটী ১।০

সৌভাগ্য বটিকা।—ঘোরতর নিদ্রাদি উপদ্রবযুক্ত সান্নিপাতিকজ্বর সারে। ৭ বটি ॥০, ১০০ বটী ৫৲

বেতাল রস।—মূর্চ্ছা ও ঘর্ম্মযুক্ত সান্নিপাতিকজ্বর সারে। ৭ বটিকা ৵০ আনা। ১০০ বটী ১।০

কালভৈরব রস।—ওলাওঠা ও জ্বর বিকারে নাড়ী বসিয়া গেলেও সারে। ৭ বটিকা ৩৲, ১০০ বটী ২০৲

বৃহৎ জ্বরান্তক লৌহ।—নানাবিধ জ্বর, শুক্রস্থ চিরকালীন জ্বর সারে। ৭ বটিকা ৮০, ১০০ বটী ৮৲

মহালক্ষ্মীবিলাস রস।—সান্নিপাতিকজ্বর, শুক্রক্ষয় নাশ করে। ৭ বটিকা ৮০, ১০০ বটী ৮৲

যকৃৎ-প্লীহারী তৈল।—সেবন ও মালিসে যকৃৎ প্লীহা নিশ্চয় সারে। একসের মূল্য ১৬৲ টাকা।

বৃহৎ গুড় পিপ্পলী— বালকদিগের অতি কঠিন যকৃৎ প্লীহা, জ্বর, শোথ কাস সারে। ৭ মাত্রা ॥০ এক সের ১৪৲।

মকরধ্বজ।—বলবীর্য্য ও অগ্নি বৃদ্ধি করে। এক তোলা ১০৲ টাকা। ৭ রতি ১৲

রসসিন্দুর।—এক তোলা ২৲ ৭ রতি ।৵০

ক্রিমি মুদ্গর রস— উৎকৃষ্ট ক্রিমি নাশক ঔষধ। ৭ মাত্রা ।৵০ ১০০ বটী ৪৲।

শ্রীনৃপতি বল্লভ।—(রৌপ্যঘটিত) অগ্নিমান্দ্য

TORN PAGE(S).

শূল, কাস গ্রহণী সারে। ৭ বটিকা ॥০ আনা। ১০০ বটী ৫৲

শৃঙ্গারাভ্র।—কাশ সারে এবং বল বীর্য্য বৃদ্ধি করে। ৭ বটিকা।৵০ আনা। ১০০ বটী ৪৲

সার্ব্বভৌম রস।—কাশের মহৌষধ ৭ বটিকা ৷৶০ আনা ১০০ বটী ৮৲

বৃহৎ বাসাবলেহ—কাস, শ্বাস, রক্তপিত্ত হৃৎশূল সারে। ৭ মাত্রা ॥০, এক সের ১৬৲।

চ্যবন প্রাশ।—কাশ, যক্ষ্মা, শুক্রগত দোষ, ইন্দ্রিয় দৌর্ব্বল্য সারে। একসের ৬৲ টাকা।

তালিশাদ্য চূর্ণ।—কাশ, শ্বাস, স্বরভঙ্গ সারে। মূল্য ৭ মাত্রা।৵০ আনা।

বাতমর্দ্দন।—সর্ব্বপ্রকার বাত এবং স্নায়ুশূল নিশ্চয় সারে। মূল্য ১ ছটাক ২৲ টাকা।

বৃহৎ সর্ব্বজ্বরহর লৌহ।—পুরাতন জ্বর ও প্লীহা জ্বরে অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ ৭ বটী ॥০ ১০০ বটী ৫৲

অভয়া মোদক।—বিষমজ্বর, মন্দাগ্নি, উদর ও পার্শ্ববেদনা সারে। ৭ মাত্রা ৷৶০ আনা।

হরিতকী খণ্ড।—অম্লপিত্ত, শূল, অর্শ সারে। মূল্য একসের ৬৲ টাকা।

হরিতকী পাক।—অম্লপিত্ত সারে। ৭ মাত্রা।৵০ আনা।

হরিতকী পাক।—প্লীহা সারে। ৭ মাত্রা।৵০

অবিপত্তিকর চূর্ণ।—অম্লপিত্ত সারে। ৭ মাত্রা।৵০ আনা।

রোহিতকাদ্য চূর্ণ।—যকৃৎ সারে। ৭ মাত্রা॥০

এলাদি গুড়িক।—কাশ, শ্বাস, হিক্কা, বমি, মূর্চ্ছা, রক্তবমন সারে। ৭ মাত্রা।৵০ আনা।

বৃহৎ গঙ্গাধর চূর্ণ।—গ্রহণী, অতিসার সারে। ৭ মাত্রা।৵০ আনা।

শোথ কালানল।—শোথ সারে। ৭ মাত্রা ॥০

মহাদশমূল তৈল।—কফবাত সমুদ্ভূত সর্ব্ব প্রকার শিরোরোগ সারে। একসের ১২৲ টাকা।

শিরোবজ্র তৈল।—ঊর্দ্ধগত শ্লেষ্মা (সার্দ্দিক) দোষ সারে। অতি উৎকৃষ্ট। একসের ১৬৲ টাকা।

মহাপঞ্চ তিক্ত ঘৃত।—কুষ্ঠ, বাতরক্ত, দুষ্টব্রণ পারা দোষ সারে। একসের ১৬৲ টাকা।

মহাসোম ঘৃত।—মৃতবৎসা দোষ ও সুতিকা রোগ সারে, স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি হয়। একসের ১২৲ টাকা।

যমানী আরক।—অগ্নিমান্দ্য সারে। এক বোতল।৵০ আনা।

মৌরী আরক।—স্নিগ্ধগুণ, বায়ু নাশ করে। মূল্য এক বোতল।৵০ আনা।

অর্ক লবণ।—প্লীহা সারে। ৭ মাত্রা।০ আনা।

যোষিদ্বল্লভ রস।—ধারক ও সূতিকা রোগ নাশক। এক সপ্তাহ ১৲ টাকা।

অম্লশূলারী গুড়িকা।—অম্লশূল সারে। ৫৪ বটিকা খাইতে হয়। মূল্য ২॥০ টাকা।

স্বর্ণবঙ্গ।—প্রমেহ ও শুক্র তারল্য সারে। ১ তোলা ৬৲ ৭ রতি ॥৵০ আনা।

☞ তৈল ঘৃতাদির প্যাকিং।০ বটীকার ৴০

TORN PAGE(S).

বিনোদ বটিকা রোগী করিলে সেবন।
নবজ্বর সারিবেক আর পুরাতন॥
পালাজ্বর রাত্রিজ্বর ত্র্যাহিকাদি আর।
ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা যকৃত প্লীহাশ্রিত জ্বর॥
মজ্জাগত বদ্ধ জ্বর আর মেহাশ্রিত।
জ্বরে ন্যাবা মন্দা হলে সারিবে নিশ্চিত॥
মাথাধরা চক্ষু জ্বালা বক্ষ ধড়ফড়।
বিনোদ বটিকা খেলে সারিবে সত্বর॥
প্রদর যকৃত প্লীহা সারিবে নিশ্চয়।
কিন্তু কিছু বেশী দিন খেতে মাত্র হয়॥
পেটেণ্ট ঔষধ বলি হেলা যে করিবে।
কাহারও ক্ষতি নাই নিজে সে ঠকিবে॥
বিনোদ বটিকা সদা নিকটে রাখিবে।
স্বগৃহে প্রবাসে কভু কষ্ট না পাইবে॥

১৮ বড়ী ॥০ ৪০ বড়ী ১৲

ডাক্তার শ্রীবিনোদবিহারী রায়।
ভি, এল, এম, এস। ঘোড়ামারা—রাজসাহী।

ঋতু বিশেষে ঔষধ।

বসন্তেতে নিম আর আমের মুকুলে।
গ্রীষ্মে শতমূলী আর সেঁউতীর ফুলে॥
হরিতকী আমলকী বহেড়া বর্ষাতে।
শরতে কুঙ্কুম্ লও আর পারিজাতে॥
হেমন্তেতে ত্রায়মানা যমানী লইবে।
শিশিরেও যমানীর আরক করিবে॥
যথা কালে এই সব আরক সেবায়।
সর্ব্ববিধ রোগ ভয় দূরেতে পলায়॥

☞ আমাদের যমানী আরক এক বোতল।৵০ আনা।

দেশীয় শিল্প সংবাদ।

বিদেশী দ্রব্যের আর আমাদের আবশ্যক নাই। দেশেই সকল প্রকার আবশ্যকীয় কাপড় প্রস্তুত হইতেছে। কোথায় কি প্রস্তুত হয় নিম্নে তাহার বিবরণ লেখা হইল:—

১। ধুতি ও উড়ানি—হুগলী, মেদিনীপুর নদীয়া ও পাবনা জেলায় উৎকৃষ্ট ধুতি প্রস্তুত হয়। কঁইকালা, রামজীবনপুর, কল্মে, বালি দেওয়ানগঞ্জ, হরিপাল, ফরাশডাঙ্গা শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানে মোটা ও সরু ধুতি উড়ানি যথেষ্ট প্রস্তুত হয়। গামছাও অনেক প্রস্তুত হয়। ছিট, লুঙ্গি (মুসলমানেরা ব্যবহার করে) প্রভৃতি ফরিদপুর ও যশোরের মোটা ধুতি বেশ টেক সই। রিষড়া ও নাগপুরী কলের খুব মোটা ধুতি দরিদ্রেরা ব্যবহার করে। কানপুর,

কানানোর, আহমেদাবাদ প্রভৃতির কলেও সাদা ও পেড়ে দশহাতি "বেশ চলন সই" ধুতি (মূল্য ১ জোড়া ২।১০) প্রস্তুত হয়।

২। চাদর ও জামা প্রভৃতির থান—পশ্চিমে "মোটিয়া" কাপড়ে গৃহস্থ ব্যক্তিরা দোহর বা দুই পাট জোড়া দিয়া দুই দুই ফর্দের দোলাই প্রস্তুত করে। এক ফর্দ মাঞ্চেষ্টারী অপেক্ষা তাহা ভাল। ঐরূপ মোটা কাপড়ের থান চুয়াডাঙ্গা ও কুষ্টিয়া অঞ্চলে প্রস্তুত হয়। কুষ্টিয়ার চৌখুপি ডোরাদার ও রঙ্গিণ বিছানার চাদর ও অনেক বিক্রয় হয়। বোম্বাই, মাদ্রাজ নাগপুর ও কানপুরের কলের মোটা দোসুতি চাদর—দানাপুর শিউড়ী কুষ্টিয়া প্রভৃতি স্থানের ট্যাড়চা বুনান ও ফুলদার চাদর—কানানোরের উৎকৃষ্ট টেবল ক্লথ—শিউড়ী ছুটিয়া ও নাগপুরের রঙ্গিণ মোটা সুতার পর্দার ও ফরাশের বিছানা ঢাকা রাখিবার চাদর—কুষ্টিয়ার পাতলা ছিট—নাগপুরী মার্কিণ ও নয়নসুখ ও টুইল, আহমদাবাদী লংক্লথ, কানপুরী টুইল ও টিক্লথের পিরাণ, কামিজ এবং লেপের ও বালিসের খোল, বিছানার চাদর—কানপুরী ফ্লোর ক্লথ ও চৌকা ক্লথ হইতে ফরাশের চাদর—নদীয়া দামুরহুদার "রিব" দেওয়া মোটা থানের চাদর সুদৃশ্য ও টেঁকসই। রাজসাহী জেলে অতি উৎকৃষ্ট ফরাশের চাদর প্রস্তুত হয়।

৩। তোষক ও বালিসের খোল—নদীয়ায় শিকারপুরের ডোরাদার মোটা থান, পাটনাই বা মাদ্রাজি খেরো (বিলাতি খেরো অপেক্ষা ভাল) এবং কুষ্টিয়াদির মোটা

ছিট ও পশ্চিমের মোট কাপড় রঙ্গাইয়া তোষকের খোল প্রভৃতি বেশ হয়। কানপুরী শালু, লক্ষ্ণৌ ছিট রঙ্গিণ, লেপের খোল, ভাগলপুরী রঙ্গিণ বাফ্‌তা প্রভৃতি হইতে লেপের খোল বালাপোষ ভালই হয়। নাগপুরী বা কানপুরী ড্রিল ও দেশীয় খেরো হইতে বেশ বালিশের খোল হয়।

৪। কোট, পেণ্টেলুন, টুপি প্রভৃতি—কুমিল্লা ও কুষ্টিয়াদির মোটা ছিটে, কানপুরী, নাগপুরী ও বোম্বাই কলের সাদা জিন, খাকি ও নীল রঙ্গের ও নানা প্যাটার্ণের চৌখুপী ড্রিলে কোট পেণ্টেলুন প্রভৃতি বেশ হয়। জাহানাবাদ, ঘাটাল, বহরমপুর, বাঁকুড়া, ভাগলপুর ও আসামের তসর, বাফ্‌তা, গরদ, এঁড়িমুগা, মটকা প্রভৃতি এই কার্য্যে বেশ চলিতেছে। হুগলীর, জাহানাবাদ মহকুমার, বালী দেওয়ান গঞ্জের মুরেঠার কাপড় হিন্দুস্থানী ও মুসলমান ভদ্র লোকদের প্রিয়। টুপি যে সে রেশমী ও পশমী কাপড়ে প্রস্তুত করা যায়। মলিদা ও শালের টুপি অমৃতসহর প্রভৃতি স্থানে যথেষ্ট প্রস্তুত হইয়া থাকে। কানপুরের এলগিন মিল ও কানানোর প্রভৃতি স্থানে সুতার ও পশমী মোজা প্রস্তুত হইতেছে। মলিদার মোজা বহুদিন হইতেই আছে। পশমী টুপি কাবুলীদিগের নিকট পাওয়া যায়।

৫। পশমী ও মূল্যবান রেশমী কাপড়—পঞ্জাবের ধারীওয়ালী কলের র‍্যাপার তিন প্রকারের হয়। তথাকার "ন্যাচারাল গ্রে" রঙ্গের ফ্লানেল ভাল। এলগিন মিলে কামিজের জন্য একরূপ সস্তা ফ্লানেল প্রস্তুত করেন। মলিদা, জামেয়ার, আলোয়ান, রামপুরী চাদর, শালের

চোগা, রুমাল, ধোশা, পট্টু, দেশী কম্বল (দার্জ্জিলিং শিমলা, ভাগলপুরী ও কানপুরী কম্বল বেশ ভাল) খেশ, লুই প্রভৃতি এদেশীয় দ্রব্য খাঁটি পশমে প্রস্তুত হয়। পহেলা নম্বরের কাল বা খাকি বা পাটকিলা রংএর ধারীওয়ালী লূই হইতে বেশ সার্জ্জের ন্যায় টেঁকসই কোট, চোগা চাপকান হইতে পারে। বিশেষ অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ আলোয়ান ও মলিদা হইতে সর্ব্বপ্রকার জামা, কোট প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে পারেন। কিংখাপ, বেনারসী কাপড়, নানা স্থানে প্রস্তুত চেলী ও অতি উৎকৃষ্ট গরদ এদেশে প্রস্তুত হইয়া থাকে। ৪, গজের ফরমাসি গরদ বেশ দেখাইবার জিনিস, লাহোর প্রভৃতি স্থানে ও ভাল রেশমী কাপড় প্রস্তুত হয়।

৬। জুতা ও চামড়ার জিনিস—আগ্রার ষ্টুয়ার্ট ট্যানারি ও কলিকাতার লাল চাঁদের জুতা প্রসিদ্ধ। দানাপুর ও লক্ষ্ণৌর জুতা এবং দিল্লী, রাউলপিণ্ডির নাগোরা প্রসিদ্ধ। কটকের চটি সর্ব্বাপেক্ষা নরম, এবং ঠনঠনের চটি টেঁকসই। কানপুরী ব্যাগ, পোর্টমেণ্টো, জীন লাগাম, ঘোড়ার সরঞ্জাম প্রভৃতি প্রসিদ্ধ।

৭। বসিবার জিনিশ—কানপুর বণের, আগ্রা জেলের, গয়া জেলার ওব্রা নামক স্থানের সতরঞ্চি ও আসন, আগ্রা ও জব্বলপুরের গালিচা ও আসন ভাল। সতরঞ্চি পশ্চিমের অনেক স্থানেই হয়। রাজসাহী জেলে অতি উৎকৃষ্ট সতরঞ্চি প্রস্তুত হয়। বাদার বালান্দে মাদুর ও ঝেঁতলা হইতে কাঠির মাদুর এবং পূর্ব্ব অঞ্চলের শীতল পাটী ও মেদিনীপুরের মছলন্দ অতি উপযোগী জিনিশ।

[illegible] হইতে পাকাপ বড়ীর মাদুর ও খেজুর পাতার মাদুর প্রসিদ্ধ। এদেশী কলের চটের লম্বা চাদর জুড়িয়া তাহার উপরে অনেকে সুতার চাদর পাতিয়া ফরাস প্রস্তুত করেন। সিরাজগঞ্জ প্রাটের কলে ফরাসে পাতার যোগ্য নিহি চট প্রস্তুত হয়।

৮। কাগজাদি—টিটাগড়, বালি, কাঁকনাড়া ও রাণীগঞ্জের কলে সর্ব্বপ্রকার কাগজ প্রস্তুত হইতেছে। পাটনা ও দ্বারভাঙ্গা জেলায় অতি উৎকৃষ্ট দেশী কাগজ প্রস্তুত হয়। আহমদাবাদেও সাবেক ধরণের কাগজ অনেক প্রস্তুত হয়। বাগচি কোম্পানির কালী খুব ভাল হইতেছে।

৯। ধাতু দ্রব্যাদি—পিতল কাঁসার বাসন সকল জেলাতেই প্রস্তুত হয়। কটক, সম্বলপুর, বহরমপুরের নিকট খাগড়ার অত্যুৎকৃষ্ট কাঁসার গড়ন হয়। মালদহের জেলা নবাবগঞ্জে নানা প্রকার উৎকৃষ্ট বাসন প্রস্তুত হয়। কাশী অঞ্চলে পিতলের চাদরের জিনিষে নকাশি কাজ সুন্দর হয়। মোরাদাবাদ পূর্ণিয়া প্রভৃতির বিদ্রির জিনিশ উৎকৃষ্ট। পিতলের বাক্স ভাল করিয়া লইলে ক্যাশ বাক্সের কার্য্য চালান যায়। বর্দ্ধমানের নিকট লোহার সিন্দুক, কাঞ্চননগর ও ত্রিপুরায় ছুরি কাঁচি প্রস্তুত হইতেছে। চিৎপুরের দাস কোম্পানির তালা প্রসিদ্ধ। বর্দ্ধমানের বনপাশের ও মুঙ্গেরের কামারেরা বন্দুক মেরামত করিতে পারে। হাজারীবাগের বকমীনের বাক্স মন্দ নয়। [illegible] ও [illegible] ত্রিপুরের প্রস্তুত [illegible] হইতেছে।

১০। অন্যান্য দ্রব্যাদি—কটকের সিংএর ছড়ি, কলি-
কাতা লাল বাজারের ও অন্যান্য স্থানের প্রস্তুত বাঁশের,
পশ্চিমের ও তাল কাষ্ঠের ছড়ি, সিয়ালকোটের ব্যাট, পশ্চি-
মের কাষ্ঠের খেলানা, মুঙ্গেরের খড়ম রুল ও সুন্দর সুন্দর
কাষ্ঠের বাক্স, বোম্বাই অঞ্চলের চন্দন কাষ্ঠের বাক্স, দিল্লীর
আরসি, বীরভূমী গালার খেলনা, জয়পুরী পাথর, মুর্শিদা-
বাদী ও যোধপুরী হাতির দাঁতের জিনিশ, কৈশোর, নর্থ-
ওয়েষ্ট ও ঈগল সোপ ওয়ার্কের সাবান ও বাতি অতি
উৎকৃষ্ট। ইণ্ডিয়ান ম্যাচ ফ্যাক্‌টরী অকারণে ফেল হইলেও
সালকিয়ার বেঙ্গল ম্যাচ ফ্যাক্‌টরী সস্তায় ভাল দিয়াসলাই
বিক্রয় করিতেছে। আহমদাবাদেও একটী দিয়াশলাইর
কারখানা আছে। বোম্বাইর কাপড় যেমন চীন প্রভৃতি
দেশে বিক্রয় হয়, তেমনি ভারতের দিয়াশলাই বিদেশে
আদরে রপ্তানী হইলে প্রকৃত উন্নতি হইবে। কলিকাতা
ফার্ম্মাসিউটিকাল ওয়ার্কে অনেক বিলাতি ঔষধ প্রস্তুত হই-
তেছে। কলিকাতা হ্যারিসন রোডে ছাতা প্রস্তুত হয়।
ছাতার ওয়াটার প্রুফ কাপড় ও লোহার শিক বিলাতি হই-
লেও দেশে প্রস্তুত হইতেছে। সুতরাং দেশী জিনিসই বলা
যায়। সোদপুরের কাঁচের কল বন্ধ হইয়াছে, এমন লোক
কি বাঙ্গলায় নাই যে এই কারখানা চালায়! অম্বালার
কাচের কলে এখন কার্য্য আরম্ভ হয় নাই।

এইরূপ আরও অনেক জিনিস দেশে প্রস্তুত হইতেছে।
আমরা খবর রাখি নাই। ইহাই দুঃখ। কংগ্রেস কন্‌-
ফারেন্স প্রভৃতি দ্বারা রাজনীতি সংক্রান্ত আলোচনায় দেশের

অনেক হিত হইতেছে। ইচ্ছা করিলে কংগ্রেসাদির কর্ত্তৃপক্ষগণ ঐ সঙ্গে একটী শিল্প মেলা বসাইতে পারেন। সকল দেশের লোকই সেখানে যায়, সুতরাং এইরূপ অনুষ্ঠানে আমোদ উপকার দুই আছে। উৎসাহিত হইয়া লোকে দ্রব্যাদির উন্নতি করিবার চেষ্টা করিবে। আর উচিত আমাদের এই প্রবন্ধের লিখিত দ্রব্যাদি আবশ্যক মত ব্যবহার করা। এখন পাঠকের বিবেচনা।

উপরে যে সমস্ত কারখানার কথা বলা হইল, শিল্প শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিগণ এই সকল স্থানে গিয়া অনায়াসে শিল্পশিক্ষা করিতে পারেন। ইহাতে নিজের লাভ এবং দেশের উপকার দুই হয়।

আমাদের দেশে রেশম একটী প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। মুর্শিদাবাদ জেলায় অতি উৎকৃষ্ট রেশমী বস্ত্র প্রস্তুত হয়। মালদহেও মন্দ নহে। রাজসাহীতে একটী রেশম বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে আর রেশম বিদ্যালয় নাই। অযোধ্যার রাজা রামপাল সিংহ এই সুদূর রাজসাহীতে দুইটী ছাত্র রেশম বিদ্যা শিক্ষার জন্য পাঠাইয়াছেন। একটী শিক্ষা করিয়া অযোধ্যায় গিয়া রেশমের চাষ আরম্ভ করিয়াছে। একটী এখনও শিক্ষা করিতেছে। বঙ্গদেশের কোন জমিদার এতক ছাত্র পাঠান নাই। রাজসাহীর অনেক জমিদারের প্রজা রেশমের কারবার করে, উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে তাহাদের অনেক উপকার হইবে।

উক্ত স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। এবার সরদহ কুঠির শ্রীযুক্ত ফর্ব্বেস সাহেব দুইটী ([illegible])

প্রাইজ, কৃষি বিভাগের লিয়ন সাহেব ডিরেক্টর একটী অনুবীক্ষণ যন্ত্র, মিউনিসিপালিটী ৭৫ টাকা পুরস্কার দিতে দিতে চাহিয়াছেন।

উপদেশ।

জ্বরে লঙ্ঘন দিবে যেই।
জ্বরকে কাবু করবে সেই ॥ ১
জ্বরে খায় যে জিহ্বা দোষে।
দুধ দিয়া সে সাপ পোষে ॥
যে দিন সাপে ফণা তুলবে।
সে দিন বাঁচা কঠিন হবে ॥ ২
সবুর করে চলে যেই।
দীর্ঘ জীবন পায় সেই ॥ ৩
ওজন করে যে জন খায়।
তার আয়ু কেও না পায় ॥ ৪
সবুরে খাও মাখন ছানা।
নইলে হবে সার বিছানা ॥ ৫
ভাল মন্দ যে না বাছে।
তার কপালে দুঃখ নাচে ॥ ৬
দেখে শুনে কায না করে।
আপন দোষে আপ্নি মরে ॥ ৭
বিধি হয় যখন বাম।
ভাল কথায় না যায় কান ॥ ৮

অধিক কিছুই ভাল নয়।
অতি সাবধানে মারা যায় ॥ ৯
আগে না খেয়ে নাড়ী মরা।
পরে খেলে অমনি মারা ॥ ১০
স্থূল কৃশ কেও ভাল নয়, মধ্যম শরীর সার।
স্থূল চেয়ে সেও ভাল কৃশ শরীর যার ॥ ১১
সুস্থে করি স্বাস্থ্য রক্ষা।
অসুস্থে ঔষধ মানি।
তুফানে পড়্লে মাথা ভাঙ্গ্লে
হালে না পায় পানী ॥ ১২
বেদনায় তার্পিণ তেল, ছাল গেলে মাটী।
কাটা মচকায় যত্ন করে বাঁধ জলের পটী ॥ ১৩
বর্ষাকালে অম্ল বাড়ে তিক্ত খাবে তাই।
শরতে লবণ বাড়ে কষা বেশী খাই ॥
হেমন্তে মধুর রস কটু রসে কাবু।
বুঝে খেলে বৈদ্যে দিবে বৃদ্ধাঙ্গুলী নাবু ॥ ১৪
শিশিরে তিক্তের বল অম্লে হয় খাট।
বসন্তে কষায় রস লবণেতে ছোট ॥
গ্রীষ্মের কটু মধুরে নাহি থাকে বাঁকি।
বেছে খেলে বিজ্ঞ জন বৈদ্যে দেয় ফাঁকি ॥ ১৫
নিম নিসিন্দা যথা।
জ্বর থাকে না তথা ॥ ১৬

ভাদ্র আশ্বিনে জমে পিত্তি।
তিতা মিঠা খাবে নিতি॥
নইলে লেঠা কার্ত্তিক আগুনে।
জ্বরে ভুগবে দ্বিগুণে॥ ১৭

ঋতু কালে নিয়ম রক্ষা।

আয়ুর্ব্বেদে রজঃস্বলা স্ত্রীলোকদিগকে প্রথম তিন দিন স্নান করিতে নিষেধ আছে। কিন্তু আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই, কোন স্ত্রীলোকই এক দিনও স্নান বাদ দেন না। আয়ুর্ব্বেদে বলে রজঃস্বলা স্ত্রীলোক স্নান করিলে সন্তান দুঃখশীল [স্নানাৎ দুঃখশীলো] হয়। বাঙ্গালীর রুগ্ন শরীরের ইহা এক প্রধান কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই। গর্ভে থাকা সময়ে যে দোষ সন্তানের শরীরে প্রবেশ করে তাহা চিরজীবনের সাথী হয়। ডাক্তারী মতেও স্ত্রীলোকদিগের ঋতুকালে স্নান নিষিদ্ধ। শীতল জলে স্নান করিলে সম্যক রূপ রক্তস্রাব হইতে পারে না। উষ্ণজলে স্নান করিলে অধিক রক্তস্রাবের আশঙ্কা থাকে। এই দুই প্রকারই ভাবী সন্তানের মহৎ অনিষ্ট করে, তজ্জন্যই স্নান একেবারে নিষেধ।

এই নিয়মটী সকল স্ত্রীলোকেরই মানিয়া চলা উচিত। ঋতুর কয়েক দিবস স্নান না করায় ত কোন ক্ষতি হয় না। অতএব একটু অনিয়ম করিয়া সন্তানের চির অনিষ্ট না করিয়া, স্নান না করাই সকল স্ত্রীলোকের উচিত।

ঔষধ গুণ সংগ্রহ।

বাদামের তৈল— ডাঃ কুতুবুদ্দীন কডলিভার অয়েল এবং বাদাম তৈল ব্যবহার করিয়া নিম্ন লিখিত মত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।— (১) কডলিভার অয়েলের গন্ধ কদর্য্য, বাদামের তৈলের গন্ধ মন্দ নহে। (২) খাইবার সুবিধার জন্য কডলিভার অয়েলকে যেমন অন্যান্য ঔষধের সহিত যোগ করিতে হয়, বাদামের তৈলে সেরূপ যোগের প্রয়োজন নাই। (৩) কডলিভার অয়েল ব্যবহারে কাহার কাহার উদরাময়, পেটের কামড় ইত্যাদি হইতে দেখা যায়, বাদামের তৈলে সেরূপ কোন মন্দ ফল হয় না। (৪) হিন্দুদিগের মধ্যে অনেকেই কডলিভার অয়েল খায় না; তাঁহারা অনায়াসে বাদামের তৈল ব্যবহার করিতে পারেন।

কাস, কোষ্ঠ বদ্ধ প্রভৃতি রোগে বাদামের তৈল অত্যন্ত উপকারী। মাত্রার কম বেশী হইলেও কোন ক্ষতি হয় না। বালকদিগের পক্ষে ১ ড্রাম বা ৬০ ফোঁটা অথবা পাঁচ আনি মাত্রাতেও ক্ষতি কর হয় না। I. M. R.

গন্ধ বোল [Myrrh] — ইহা ব্যবহারে রক্তের শ্বেত কণিকা চতুর্গুণ বৃদ্ধি হয়। কাহারও কাহারও মতে শ্বেত কণিকা দ্বারাই রক্ত পরিস্কৃত হয়। যদি একথা ঠিক হয় তবে কুইনাইনের সহিত গন্ধবোল ম্যালেরিয়া জ্বরে ব্যবহার করা যাইতে পারে [Binz]। জেফ্রি বলেন ম্যালেরিয়া জ্বরে গন্ধবোল কুইনাইনের সহিত ব্যবহার করিয়া তিনি ফল পাইয়াছেন। I. M. R.

ক্রিয়োজোট তৈল।— কোন ঔষধ দ্বারা জ্বর ছাড়াইতে না পারিলে ক্রিয়োজোটের মলম [১+৫] বগলে মালিশ করিলে জ্বর তৎক্ষণাৎ ত্যাগ হয়। অতি সাবধানে ব্যবহার করা উচিত, কারণ ইহা প্রয়োগে জ্বর ছাড়িয়া হটাৎ স্বাভাবিক উত্তাপের ও কম হইয়া যায় এমন কি রোগীর শরীর শীতল হইয়া কোলাপ্স অবস্থা উপস্থিত হয়। তখন উত্তেজক ঔষধ ব্যবহার আবশ্যক হয়। হাত পায়ে ব্রাণ্ডি মালিশ, মাথায় মুখে ওয়াডিকলম, এবং এমোনিয়া শুঁকাইলে রোগীর শরীর গরম হয়। হাত পায়ের তেলোতে গরম জল পূর্ণ বোতল লাগান এবং দুই পায়ের ডিমে [Calves] মাষ্টার্ড লাগানও আবশ্যক হয়। I. M. R.

ষ্ট্রীকনাইন।— কাদার মধ্যে ঘোঁড়া কিম্বা গরু পড়িলে চাবুকের বাড়ীতে উত্তেজিত হইয়া যেমন জোরে কাদা হইতে উঠে, শরীরের মধ্যে স্নায়ু মণ্ডলীকে উত্তেজিত করিবার জন্য প্রয়োজন হইলে ষ্ট্রীকনাইন চাবুকের কার্য্য করে। কিন্তু তাই বলিয়া ক্রমাগতই দিতে হইবে তাহা নহে, আবশ্যক মত দিবে মাত্র। (T. G.) I. M. R.

আর্গট।— পুরাতন প্লীহা জ্বরে কুইনাইন আর্সেনিক প্রভৃতি ব্যবহারে ফল যেখানে পাওয়া যায় না, তথায় আর্গট ব্যবহার করিয়া ডাঃ যাকোবাই ফল পাইয়াছেন। আর্গট ব্যবহারের পর কম্প হইতে তিনি দেখেন নাই। I. M. R.

একটী রোগীর বিবরণ।

ইণ্ডিয়ান মেডিকাল রেকর্ড নামক পত্রিকায় এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন মিঃ ফ্রাঙ্ক ব্লেক লিখিয়াছেন তাঁহার চিকিৎসাধীনে একটী অতিরিক্ত মদ্য পায়ী স্ত্রীলোক আসিয়াছিল। রোগিণীর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, মুখের ভাব উৎকণ্ঠা ও ক্লেশ ব্যঞ্জক, চক্ষু বসিয়া গিয়াছে, এবং চারিদিকে কাল ঘের পড়িয়াছে, চর্ম্ম ভিজা ভিজা এবং শীতল, নাড়ী দুর্ব্বল এবং সুতার ন্যায়, জিহ্বা বড় এবং কোমল, চতুর্দ্দিকে দাঁতের দাগ পড়িয়াছে, নিশ্বাসে দুর্গন্ধ, দীর্ঘ শ্বাস, অস্থির এবং বিছানায় হাত পা আছড়াইতেছে। ৮ মিনিট পর এক একবার বমন করিতেছে। কোষ্ঠ বদ্ধ।

উষ্ণ জলের পিচকারী দ্বারা মল পরিষ্কার করিয়া লইয়া নানা প্রকার চেষ্টা করাতেও বমন বন্ধ হইল না। বমনে কখন শুদ্ধ শ্লেষ্মা, কখন শ্লেষ্মা ও পিত্ত উঠিতে লাগিল। গন্ধ ঠিক পচা মৎস্যের ন্যায়। পর দিন দেখিলেন বমন থামে নাই। ৪৮ ঘণ্টা হইল রোগী প্রস্রাব করে নাই, প্রস্রাবের বেগই হয় না। রোগীর শরীরে, নিশ্বাসে প্রস্রাবের গন্ধ হইয়াছে। মূত্র ক্ষয় [Suppression] রোগ হইয়াছে স্থির করিয়া মূত্র যন্ত্রের [Kidney] উপর "কাপ" বসাইলেন এবং টিং ক্যান্থারাইডিস ৩০ ফোটা, টিং সিলা ৬০ ফোটা, স্পিরিট ইথার নাইট্রিক ৬০ ফোটা, তার্পিণ তৈল ৩০ ফোটা, মিউসিলেজ একেসিয়া যোগ করিয়া ২ ঔন্স বা ১ ছটাক [পাকি] পূর্ণ করিয়া তিন ঘণ্টান্তর পিচকারী [Enema] দিলেন। মধ্যে

মধ্যে পথ্যও পিচকারী দ্বারা দিলেন। তৃতীয় বার পিচকারী দেওয়া পর রোগী কাল রঙ্গের তোলা কতক প্রস্রাব করিল। তার পর আরও অনেক প্রস্রাব হইল। ৩।৪ দিনেই রোগী সারিয়া উঠিল। কতক দিন পর্য্যন্ত নিদ্রার সময় বাদে মাংসের যুষ, দুগ্ধ এবং ডিম্ব ২।৩ ঘণ্টা পর পর পিচকারী দ্বারাই দেওয়া হইত। পরে ক্রমে অল্পে অল্পে সহ্য করাইয়া পথ্য খাইতে দেওয়া হইল। পথ্য সহ ব্রাণ্ডি ও পিচকারী দ্বারা দেওয়া হইত।

এই রোগীর বিবরণ পাঠ করিয়া দেখা যায় যে গুহ্য মধ্যে ঔষধ এবং আহার দুইই পিচকারী করিয়া দিয়া চিকিৎসা করা চলে। সেবন দ্বারা যেরূপ ফল পাওয়া যায় অন্ত্র পথে পিচকারী দিয়াও তদনুরূপ ফলই পাওয়া যায়। এই রোগীকে দুই সপ্তাহ পর্য্যন্ত পিচকারী দ্বারা পথ্য দেওয়া হইয়াছিল। এই সময়ের মধ্যে খাদ্যের অভাব পূর্ণ হইল না একথা রোগী এক দিনও প্রকাশ করে নাই। অথবা এত দিন পিচকারী দেওয়া জন্য অন্ত্র মধ্যে কোন রূপ অসুখ ও বোধ হয় নাই। গুহ্য মধ্যে পিচকারী দ্বারা ঔষধ ও পথ্য দিতে না পারিলে এই রোগীকে মরিতেই হইত।

চিকিৎসা সংগ্রহ।

মৃগী :— ক্যাবিটো নামক একটী ডাক্তার বৃটিশ মেডিকাল জর্ণালে লিখিয়াছেন মৃগী রোগে উষ্ণ বায়ু স্নান (hot air bath) দ্বারা তিনি বেশ ফল পাইয়াছেন। ইহাতে অত্যন্ত ঘর্ম্ম হয়। I. M. R.

পাকস্থলী ও অন্ত্রের রোগে—জল অতি উপকারী। লাইট্লি নামক এক ইংরেজ ডাক্তার মেডিকাল নিউস্ নামক পত্রে লিখিয়াছেন ২৪ ঘণ্টায় ৩।৪ সের জল পান করিলে অন্ত্রের ক্রিয়া বর্দ্ধিত হয়। পুরাতন পাকাশয় প্রদাহে অধিক জল পানে সুফল হয়। পাকস্থলী প্রসারিত (dilatation) হইলে ঘন ঘন অল্প মাত্রায় জল পান করিতে হয়। I. M. R.

মাথাধরা :— সবমন শিরঃ পীড়ায় নিম্ন লিখিত ঔষধটী বিশেষ ফলপ্রদ—অয়েল ক্যারিওফাইলাই ৪০ ফোটা, অয়েল ক্যাজাপুটী ৮০ ফোটা, সোডা বাইকার্ব্ব ৪০ রতি (৮০ গ্রেণ), ক্লোরোফর্ম ৮০ ফোটা, টিংচার কার্ডামমাই কম্পো দ্বারা ২ ঔন্স বা ১ ছটাক (পাকী) পূর্ণ কর। মাত্রা ১ ড্রাম, দিবসে ৩ বার। I. M. R.

হিষ্টিরিয়া :— R আর্সেনিয়াস এসিড আধ গ্রেণ, হিরাকস ২০ গ্রেণ, এক্ট্রাক্ট সম্বল ২০ গ্রেণ, হিঙ্গ ৪০ গ্রেণ একত্রে ২০টী বটিকা হইবে। এক বটিকা মাত্রায় দিবসে ৩ বার, আহারের পর সেবন কর্ত্তব্য। শূন্যোদরে নহে। I. M. R.

বিষ চিকিৎসা :— কার্ব্বলিক এসিড দ্বারা বিষাক্ত হইলে সোডি সল্ফ উৎকৃষ্ট প্রতিষেধক হয়। I. M. R.

পৃষ্ঠাঘাত [Carbuncle]— ডাঃ টি, এইচ, ম্যানলী লিখিয়াছেন শত করা ৮০।৯০টী পৃষ্ঠাঘাতের রোগী তিনি কার্ব্বলিক এসিড ইঞ্জেক্ট করিয়া আরোগ্য করিয়াছেন। প্রথম অবস্থায় এক হইতে তিন ফোটা পর্য্যন্ত ইঞ্জেক্ট

করিলেই যথেষ্ট হয়। পূয হইলে ইহা অপেক্ষা অধিক এমন কি কখন কখন ৩০ ফোটা পর্য্যন্ত ইঞ্জেক্ট করিতে হয়। অনেকগুলি মুখ থাকিলে ক্ষতের নিম্নভাগে এসিড যায় এরূপ ভাবে ইঞ্জেক্ট করিতে হয়, উপরের চতুর্দ্দিকস্থ চর্ম্মে না লাগে তদ্বিষয় সতর্ক হইতে হয়। ইহাতে প্রথমে বেদনা হয় বটে কিন্তু শীঘ্র কমিয়া যায়। শ্লাফ পৃথক হইবার সময় খাইবার জন্য বলকারক এবং উত্তেজক ঔষধ দিতে হয়। I.M.R.

গুদভ্রংশ (Prolapsus Ani)— ইণ্ডিয়ান মেডিকাল রেকর্ডের একজন পত্র-প্রেরক লিখিয়াছেন নিম্ন লিখিত রূপে প্রোল্যাপসাস এনাই রোগে চিকিৎসা করিয়া তিনি উৎকৃষ্ট ফল পাইয়াছেন :— [১] নির্গত অংশ যথা স্থানে প্রবেশ করাইয়া দেও। [২] ৩ ঔন্স উষ্ণ সোডা [৩০ গ্রেণ ১ ঔন্স] লোসন দ্বারা সরলান্ত্র ধৌত কর। [৩] বিশুদ্ধ হেজিলিন এক চা চামুচ [১ ড্রাম] সরলান্ত্রে পিচকারী দেও। [৪] সেবনের ঔষধ— [ক] পল্‌ভ ক্রিটা এরো কম ওপিও ১৫ হইতে ৩০ গ্রেণ, পল্‌ভ ইপিকাক ১ গ্রেণ, এই রূপ এক পুরিয়া ৪ ঘণ্টা পর পর দিবে। [খ] পল ভ কাইনো কোং ৮ গ্রেণ হইতে ১২ গ্রেণ লইয়া ৪ পুরিয়া করিয়া ৪ ঘণ্টা পর পর দেও। [গ] টিং ওপিয়াই ৮।১০ মিনিম, হেজিলিন ১৫।৩০ মিনিম, সিরাপ ২ ড্রাম, একোয়া ক্লোরোফর্ম ২ ঔন্স মিশ্রিত করিয়া ২ ড্রাম মাত্রায় দিবসে ৩ বার দিবে।

(৫) একটী গ্র্যাডুয়েটেড প্যাড এবং "টি" ব্যাণ্ডেজ

দেও। প্রতিদিন ১ বা ২ বার এইরূপ ভাবে দিবে। ৩ হইতে ৭ দিন মধ্যে সারিবে।

২॥০ বৎসরের শিশু সম্বন্ধে এই চিকিৎসা লিখিত হইল।

পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

২। পাচড়া।

(ক) নারিকেল তৈল ১ ছটাক, তুতিয়া ১॥০ তোলা একত্র জ্বাল দিয়া তুতিয়া সাদা হইলে সেই তৈল নামাইয়া ২ তোলা সফেদা উত্তমরূপে মিশাইতে হইবে। এই তৈল পাচড়ায় দিলে ভাল হইবে।

(খ) শত ধৌত ঘৃত এক পোয়া, কর্পূর ২ তোলা, মুদ্রাশঙ্খ ২ তোলা, সফেদা ২ তোলা একত্র মিশাইয়া ক্ষত স্থানে প্রায় এক ঘণ্টা পর্য্যন্ত মর্দ্দন করিবে। ২।৩ দিন দিলেই সারিবে।

৩। প্রমেহ।

(ক) বেলি ফুলের শিকড় ১ তোলা, স্থলপদ্মের শিকড় ১ তোলা রস করিয়া মিশ্রী বা চিনির সরবতের সহিত প্রথম অবস্থায় খাইতে হইবে।

(খ) অশ্বগন্ধার মূল এক তোলা বাটিয়া তাহার ক্বাথ মিশ্রী বা চিনির সরবত সহ খাইতে হইবে।

(গ) আফুলা শিমুলের শিকড় ১ ছটাক, তেলাকুচার শিকড় ১ ছটাক, এই দুই দ্রব্য পৃথক পৃথক পাত্রে আধ

পোয়া জলে ভিজাইয়া ৩।৪ ঘণ্টা পর বেশ ভিজিলে এক তোলা করিয়া দুই পাত্রে চিনি দিয়া দুইটী একত্রে মিশাইয়া, তৎক্ষণাৎ সেবন করিবে। ২।৪ দিন মধ্যেই ব্যাধি সারিবে।

শ্রীরামচন্দ্র রায় উকীল।

খাদ্য দ্রব্য গুণ।

পটোল— পটোল পাচক লঘু অগ্নির দীপক।
স্নিগ্ধ উষ্ণবীর্য্য আর শুক্রের বর্দ্ধক॥
কাশ রক্ত জ্বর ক্রিমি ত্রিদোষ নাশয়।
তিক্ত পটোল গুণ ও উক্তরূপ হয়॥
পটোল মুলের গুণ অতি বিরেচক।
ডাঁটা কফ নাশে, পত্র পিত্তের নাশক॥

তেলাকুচা— তেলাকুচা মধুরস বায়ুর স্তম্ভক।
শীত বীর্য্য গুরু রক্ত পিত্তের নাশক॥
মল বদ্ধ, কৃশকর, বায়ু দোষহারী।
আধ্মান কারক ইহা আর রুচিকারী॥

শিম— শিম মধুর শীতল দাহ কফ করে।
গুরু বলকারী আর বায়ু পিত্ত হরে॥

সজিনা— সজিনার ফল খেতে মধুর কষায়।
অগ্নি দীপ্তি করে আর হয় করে ক্ষয়॥
শূল রোগ নাশ হয় আর কফ পিত্ত।
শ্বাস গুল্ম রোগ নাশে আর নাশে কুষ্ঠ॥

বেগুণ— বেগুণ মধুর রস উষ্ণ বীর্য্য আর।
পিত্ত বৃদ্ধি নাহি করে নাশ করে জ্বর॥
বায়ু কফ নাশ করে অগ্নির দীপক।
লঘু গুণ যুক্ত আর শুক্রের বর্দ্ধক॥
কচি বেগুণেতে কফ পিত্ত দোষ হরে।
বুড়া বেগুণ গুরু ও পিত্ত বৃদ্ধি করে॥
পোড়া বেগুণের গুণ অগ্নির দীপক।
বায়ু কফ মেদ আম দোষের নাশক॥
অতি লঘু গুণ যুক্ত জানিবে ইহায়।
কিন্তু অতি অল্প মাত্র পিত্ত বৃদ্ধি হয়॥
পোড়া বেগুণে লবণ তৈল যদি দেয়।
তখন ইহার গুণ গুরু স্নিগ্ধ হয়॥
যে বেগুণ মুর্গী ডিম সম আর শ্বেত।
অর্শে হিতকর কিন্তু হীণ গুণ যুত॥ ক্রমশঃ।

বিবিধ তত্ত্ব।

রসায়নাগার—সঞ্জিবনী বলেন, ভারতীয় গাছ গাছড়া হইতে যে সকল আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুত হয়, রাসায়নিক পরীক্ষার সাহায্যে তাহার উন্নতি সাধনার্থ এবং তাহার কোন কোন ঔষধি দ্বারা পাশ্চাত্য জগতের চিকিৎসা প্রণালীর উন্নতি সাধিত হইতে পারে তাহা পরীক্ষার্থ বোম্বাই প্রদেশে কাঠিওয়ারের অন্তর্গত রাজকোটে রসায়নাগার স্থাপিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত আগম ছমন ওয়ালা রসায়নাগারের বাড়ী নির্ম্মাণার্থ ৩০ হাজার টাকা প্রদান করিয়াছেন, অন্যান্য সর্দ্দারগণও অনেক অর্থ দিয়াছেন। লর্ড সেণ্ডহার্ষ্ট এই রসায়নাগারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির জন্য চেষ্টা কেহ

করিবেন না কি! আয়ুর্ব্বেদ হইতে লইয়া এলোপ্যাথীর উন্নতির জন্য রসায়নাগার হইতে পারে। দেশের লোকেও টাকা দিতে পারেন। আয়ুর্ব্বেদের জন্য পারেন না কি? অবশ্যই পারেন কিন্তু উদ্যোগী লোক কোথায়? কবিরাজ মহাশয়েরা কি বাড়ীতে ছাত্র পড়াইয়াই নিশ্চিন্ত হইবেন?

মাকড়সার সূতা।— একটা কথা আছে, "যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই, পেলেও পেতে পার লুকান রতন।" কথাটা কিন্তু ঠিক। আমাদের দেশে বাড়ী ঘরে, লতায় পাতায় বনে জঙ্গলে লক্ষ লক্ষ মাকড়সা। সে গুলিকে আবর্জ্জনা মনে করিয়া আমরা তাড়াইয়া দিয়া থাকি, কিন্তু বুদ্ধিমান লোকে মাকড়সা হইতেও অর্থোপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। মাকড়সার সূতা পাকাইয়া অতি দৃঢ় সূত্র প্রস্তুত করা হইতেছে—তাহা বহু মূল্যে বিক্রয় হয়। প্যারিসের নিকট ইহার এক কারখানা হইয়াছে। মাকড়সা ধরিয়া চরকার উপর বসান হয়। চরকার চারিদিকে তাহারা সূতা জড়াইয়া থাকে। প্রত্যেক মাকড়সা হইতে প্রতি দিন ৩০।৪০ গজ সূতা বাহির করা হয়। তারপর সূতা ধুইয়া ৮টা সূতা একত্রে পাকান হয়। এই সূতা রেসমের সূতা অপেক্ষা দৃঢ় ও মূল্যবান। ইহার কাট্‌তিও বেশ আছে। আমাদের দেশের কোন উদ্যোগী পুরুষ কি এই ব্যবসা আরম্ভ করিতে পারেন না? ইহাতে বেশী টাকার প্রয়োজন নাই,—গরীব দেশের পক্ষে এইরূপ ব্যবসা কি সহজ নহে?

মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার।

শ্রীযুক্ত বাবু	দ্বারকানাথ সাহা বোয়ালিয়া।	১৷৷০
" "	বিপিনবিহারী চৌধুরী গোপালচক।	১৷৷০
" "	হরিচরণ পাল বোয়ালিয়া।	১৷৷০
" "	রাজেশ্বর সরকার ধানতৈড়।	১৷৷০
" "	প্রাণবন্ধু দাস প্রেমতলী।	১৷৷০
" "	আশুতোষ ভট্টাচার্য্য চণ্ডীতলা।	১৷৷০
" "	কৃষ্ণচন্দ্র সাহা বড়গাছী।	১৷৷০
" "	গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বালুঘাট।	১৷৷০
" "	শ্রীনাথচন্দ্র ঘোষ আমরাই।	১৷৷০
" "	আব্দারুল্লা সরকার সারাঙ্গপুর।	১৷৷০
" "	উমেশচন্দ্র চৌবে হড়গ্রাম।	১৷৷০
" "	মহেশ্বর ভট্টাচার্য্য উকীল বোয়ালিয়া।	৬০
" "	হরিদাস ঘোষ মোক্তার বোয়ালিয়া।	১৷৷০
" "	মনমোহন মজুমদার ঐ	১৷৷০

ক্রমশঃ।

উৎসাহ।

মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা। মফঃস্বলে এরূপ সুন্দর পত্র আর নাই। ইহাতে কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবিবর গোবিন্দচন্দ্র দাস, ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, ঔপন্যাসিক শ্রীশচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি রীতিমত লিখিয়া থাকেন। ৵১০ দশ পয়সার টিকিট পাঠাইলে একখানি নমুনা স্বরূপ পাঠান হয়। উৎসাহ কার্য্যাধ্যক্ষ

সুলভে কবিরাজী ঔষধ।

সস্তায় খাঁটি ঔষধ যোগাইবার জন্য উপযুক্ত লোক রাখিয়া নিজ তত্ত্বাবধানে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুত করতঃ কিঞ্চিৎ লাভ রাখিয়া বিক্রয় করিতেছি। অধিক বিক্রয় হইলেই সস্তা দেওয়া যায়। খাঁটি কি না পরীক্ষা করিলেই জানিতে পারিবেন। রোগের বিস্তারিত বিবরণ সহ উত্তরের টিকিট দিয়া পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ব্যবস্থা পঠাই।

চিকিৎসক সম্পাদক।
পোঃ ঘোড়ামারা—রাজসাহী।

For exchange & review

REGISTERED NO. C.

বার্ষিক মূল্য ৸০ ... মাশুল ৵০ আনা।

চিকিৎসক।

মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

তদেব যুক্তং ভৈষজ্যং যদারোগ্যায় কল্পতে।
স চৈব ভিষজাং শ্রেষ্ঠো রোগেভ্যো যঃ প্রমোচয়েৎ ॥
চরক।

তৃতীয় খণ্ড।

গবর্ণমেণ্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমা প্রাপ্ত
ডাক্তার শ্রীবিনোদবিহারী রায়
কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

রাজসাহী।

শ্রীমুরারিমোহন বিশ্বাস কর্ত্তৃক
বোয়ালিয়া তমোঘ্ন-যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
১৮৯৯ সাল। মার্চ্চ।

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য /১০ দেড় আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

এই সংখ্যা যাঁহাদের নিকট নমুনা স্বরূপ পাঠান হইল, আগামী সংখ্যা তাঁহাদের নামে ভি, পি ডাকে পাঠান হইবে। মূল্য ৫ ডাক মাশুল ৵০ মনি অর্ডার কমিশন ৵০ মোট ১৷০ মধ্যে ভি, পিতে ১৲ ধরা হইবে। অনুগ্রহ পূর্ব্বক সকলে গ্রহণ করিয়া সাহায্য করিবেন। পাঁচ জনের সাহায্য ব্যতিত এ কার্য্য হওয়া কঠিন। সম্পাদক।

বিজ্ঞাপনের নিয়ম।

অধিক দিন চলিলে প্রতি পৃষ্ঠা ১৲ টাকা। তিন মাসের অগ্রিম দিতে হইবে। প্রতি মাসে দিলে ১৷০ আনা। প্রতি লাইন /০ আনা এক বারের জন্য প্রতি লাইন /১০ আনা।

[illegible]

[illegible] বিজ্ঞান [illegible] নি[illegible]। [illegible] আছে তাই।

আজ কাল সকলের মুখেই শুনা যায় আয়ুর্বেদের [illegible]। যিনি বিজ্ঞান বুঝেন তিনি বলেন, যিনি বিজ্ঞানের "বি" জানেন না, তিনিও বলেন। শুধু বলা নহে, ঘৃণাও করেন। বাস্তবিক যাঁহারা বৈজ্ঞানিক নামে অভিহিত, অর্থাৎ যাঁহারা বিজ্ঞান জানেন বলিয়া স্বীকৃত, তাহাদের মত লোকে যদি বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া না দেখিয়া একটা জিনিসকে অবৈজ্ঞানিক বলেন, তবে কি জন্য যে তাঁহাকে আমরা বিজ্ঞানবেত্তা বলিয়া স্বীকার করিব তাহা ভাবিয়া পাই না। বিজ্ঞান-বেত্তার স্থির বুদ্ধি হওয়া আবশ্যক। একটা জিনিস দেখিয়াই বিজ্ঞান-বেত্তা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হন না। যদি হইতেন তাহা হইলে বিজ্ঞানের এত উন্নতি হইত না। তাহা হইলে আতা ফল পড়িতে দেখিয়া নিউটন একটী বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে পারিতেন না। আতা তাঁহার দেখিবার পূর্ব্বেও ত অনেক পড়িয়াছে, এবং সকলেই দেখিয়াছে, কিন্তু সে দেখায় আর নিউটনের দেখায় কত প্রভেদ! সাধারণ আর বৈজ্ঞানিকেও তেমনি কত প্রভেদ? তাই বলি, যিনি প্রকৃত বৈজ্ঞানিক, তিনি কখন কিছুই হাসিয়া উড়াইয়া দেন না। অন্ততঃ একবার ভাবিয়াও দেখেন, জিনিসটা কি? ইহাতে কি আছে? ইহাতে কোন সত্য আছে কি না? ইহা যিনি না দেখি-

Intentionally Duplicate Exposure

বেন তিনি বিজ্ঞান শিখিতে পারেন নাই বলিব। বিজ্ঞানের সত্য বুঝেন নাই বলিব।

যাঁহারা সকলের আগে সভ্য হইতে পারিয়াছেন, সকলের আগে সুখ সমৃদ্ধি ভোগে সমর্থ হইয়াছেন তাঁহারা যে এখনকার বৈজ্ঞানিকদিগের অপেক্ষা নির্ব্বোধ ছিলেন তাহা নহে। বরং যিনি তাঁহাদিগকে নির্ব্বোধ মনে করেন তিনিই নির্ব্বোধ।

আজ আমরা যাঁহাদের নিকট বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া বৈজ্ঞানিক হইতেছি, তাঁহাদের যখন বুনিয়াদ পর্য্যন্ত সৃষ্টি হয় নাই, তাহার বহু পূর্ব্বে আর্য্যগণ সভ্যতার আলোক দেখিয়াছেন, আয়ুর্ব্বেদ সেই সময়ের। আজ কালের নহে। যীশুখৃষ্টের জন্মের ২০০০ বৎসর পূর্ব্বের নহে, তাহারও অনেক পূর্ব্বের। এই অতি প্রাচীন শাস্ত্রকে এক কথায় উড়াইয়া দেওয়া সহজ নহে, বা উড়িবেও না। যিনি উড়াইতে চান তিনি বাতুল ভিন্ন আর কি? যথার্থ সত্য বাহির করিয়া নিউটন যেমন বাতুল বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন, হানিমান যেমন যথার্থ সত্য আবিষ্কার করিয়া চোর ডাকাইতের আবাস ভূমি কারাগারে ছিলেন, আজ আয়ুর্ব্বেদও তেমনি অবৈজ্ঞানিক বলিয়া ঘোষিত হইতেছে। সেইরূপ লোকেই ঘোষণা করিতেছে।

আয়ুর্ব্বেদ বৈজ্ঞানিক কি না তাহাই আমরা অদ্য দেখাইব। চিকিৎসা শাস্ত্রের, কোন কোন বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ আছে? (১) দেশ, (২) কাল, (৩) পাত্র, (৪) দ্রব্য, (৫) বাতাস ও (৬) জল এই কয়েকটী লইয়া চিকিৎসা শাস্ত্র।

আয়ুর্ব্বেদের মূল সত্য ত্রিদোষ অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত, কফ। আয়ুর্ব্বেদ স্থির করিয়াছেন এই ত্রিদোষ লইয়া এই জগৎ এবং জগতস্থ পদার্থ সৃষ্ট হইয়াছে। আমরা একে একে তাহাই দেখাইতেছি:—

(১) দেশ অর্থাৎ মৃত্তিকা— অবস্থা ভেদে মৃত্তিকা নানাবিধ গুণ প্রাপ্ত হইয়াছে। কোন মৃত্তিকা বায়ু নাশক, পিত্ত বৃদ্ধিকর এবং কফ কারক। কেহ বা পিত্ত নাশক, বায়ু বৃদ্ধি কর এবং কফ নাশক ইত্যাদি।

(২) কাল— নানা ভাগে বিভক্ত যথা বৎসর, ঋতু, মাস, দিবা রাত্রি ইত্যাদি। বৎসরের বিভিন্ন সময়ে, ঋতু বিশেষে, দিবসের সময় বিশেষে, রাত্রির সময় বিশেষে, বাদলের দিনে, কোন সময় বায়ু বৃদ্ধি করে, কখন পিত্ত বৃদ্ধি করে, কখন কফ বৃদ্ধি করে, আর কখন সেই সমস্ত নাশ করে তাহা আয়ুর্ব্বেদ স্থির করিয়াছেন।

(৩) পাত্র— যাহা লইয়া চিকিৎসা। রোগ হইলেই তো চিকিৎসা? কাহার ধাতু কিরূপ, বায়ু পিত্ত কফ দ্বারা তাহা নির্ণীত হইয়াছে। কাহার কিরূপ লক্ষণ স্বাভাবিক, কে বৃদ্ধি হইলে কি লক্ষণ প্রকাশ করে তাহা আয়ুর্ব্বেদের একটী নির্ণীত সত্য। এইরূপেই রোগ পরীক্ষা হয়।

(৪) দ্রব্য— কোন দ্রব্যের কি গুণ? বায়ু পিত্ত কফ দ্বারাই তাহা নির্ণীত হইয়াছে। অমুক দ্রব্য বায়ু বৃদ্ধি করে, অমুক দ্রব্য বায়ু নাশ করে— অমুক দ্রব্য পিত্ত বৃদ্ধি বা হ্রাস করে ইত্যাদি। জল বায়ু ইহারই অন্তর্গত ধরিলাম।

এখন দেখুন, একটী রোগীর বায়ু বৃদ্ধি হইয়া রোগ হইয়াছে; ইহার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা আপনি করিবেন? (১) যদি স্থান পরিবর্ত্তন করা বিবেচনা করেন, তবে যে দেশের মৃত্তিকার বায়ু নাশক গুণ সেই দেশে যাইতে বলিতে হইবে। (২) যে কালে সেই দেশের ঐ গুণ বলবৎ থাকে সেই কালে যাইতে বলিতে হইবে। যখন বায়ু বৃদ্ধির সময় তখন বায়ু নাশক দ্রব্য ব্যবহার করিতে বলিতে হইবেক। (৩) রোগী দেখিলেই প্রথমে তাহার কি দোষে রোগ তাহা দেখিতে হইবে নতুবা এ সমস্ত ব্যবস্থা হইতে পারে না। (৪) দ্রব্য—যে দোষের হ্রাস বৃদ্ধিতে যে ঔষধ আবশ্যক তাহা স্থির করিতে হইবে। যথা, রোগীর বায়ু বৃদ্ধি হইয়াছে, যাহাতে সেই বর্দ্ধিত বায়ু নাশ করে, তদ্রূপ দ্রব্য ব্যবস্থা করিতে হইবে। যেরূপ জল তাহার পক্ষে ব্যবস্থা সঙ্গত, তদ্রূপ জল ব্যবস্থা করিবে। যেরূপ বাতাস তাহার জন্য ব্যবস্থা করা সঙ্গত তাহা করিবে। এইরূপ করিতে পারিলে পীড়া যত শীঘ্র ও সহজে আরোগ্য হইবে এত আর কিছুতেই নহে। আয়ুর্ব্বেদের সাহায্য ব্যতিত এরূপ ব্যবস্থা হইতেও পারে না। আজ কাল বায়ু পরিবর্ত্তনের কথা হইলেই লোকে বৈদ্যনাথ যায়। কিন্তু ফল সকলেই পায় না। যাহার ধাতুর অনুরূপ সে স্থান, তিনিই ফল পান, অন্যে কিছুমাত্র ফল পান না, কাহারও বা রোগ বৃদ্ধি হয়। রোগীর ধাতুর অনুরূপ স্থানে গেলে তাহা হয় না।

আয়ুর্ব্বেদ ব্যতিত খাদ্য দ্রব্যের কাহার কি গুণ তাহা ডাক্তারীতে পাওয়া যায় না। যাহা প্রতি

দিন খাই, যে চিকিৎসা শাস্ত্রে তাহার কি গুণ তাহা বলিতে পারে না, সেই মতাবলম্বীরাই আমার আয়ুর্ব্বেদকে অবৈজ্ঞানিক বলেন। ইহা কম দুঃখের বিষয় নহে। কথাটা হাঁসিয়া উড়াইয়া দিবার মত হইলেও এখন হাঁসিলেই উড়িবে না, কারণ কাল মন্দ। দেশের লোকের মতিগতিও সুতরাং সেইরূপ। কোন খাদ্য দ্রব্যের কি গুণ সাহেব ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলে চক্ষু স্থির করিবেন, অথচ তিনিই আবার আয়ুর্ব্বেদের নিন্দা করিবেন। সুতরাং এরূপ ভয়ানক লোকের হাত হইতে আয়ুর্ব্বেদকে রক্ষা করিতে হইবে। আয়ুর্ব্বেদ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপরে স্থাপিত, একথা যথাসাধ্য বুঝাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। আমরা সংক্ষেপে উপরে যৎকিঞ্চিৎ বলিলাম। বায়ু পিত্ত কি তাহা আমরা প্রথম খণ্ড চিকিৎসকে বুঝাইয়াছি। কফ সম্বন্ধে পরে বলিব। এখানে সংক্ষেপে বলিয়া রাখি—বায়ু আর Nervous Influence (স্নায়ুশক্তি), পিত্ত আর heat (উত্তাপ) এবং কফ আর lymph (লসীকা) এক। অথবা বায়ু তাড়িৎ, পিত্ত উত্তাপ, কফ দুগ্ধ (প্রসুতির যে দুগ্ধ তাহা নহে)। মনুষ্য শরীরে তাড়িৎ আছে, মনুষ্য দেহ উষ্ণ, মনুষ্য দেহে রস ছাড়া লসীকা নামক এক প্রকার শ্বেতাভ পদার্থ আছে। বৃক্ষে তাড়িৎ আছে, উত্তাপ আছে, দুগ্ধও আছে, ইহা সকলেই জানেন। সময়ানুসারে এই সমস্তের যে তারতম্য হয় তাহাও বোধ হয় বৈজ্ঞানিক মাত্রেই স্বীকার করিবেন। মৃত্তিকা জল বায়ু প্রভৃতিতে যে এই গুলি আছে তাহাও অবশ্য স্বীকার্য্য, সুতরাং মনুষ্য, বৃক্ষ, কাল, ইত্যাদিতে

আমরা একই সত্যের অবস্থান দেখিতে পাইতেছি। এখন এই সত্য বৈজ্ঞানিক সত্য কি না তাহা পাঠক বিবেচনা করুন। মনুষ্যে তাড়িৎ শক্তি অধিক হইলে বৃক্ষাদির সাহায্যে তাহা হ্রাস করা যায় কি না, মনুষ্য শরীরে উত্তাপ বৃদ্ধি হইলে তাহা বৃক্ষাদির দ্বারা হ্রাস করা যায় কি না, মনুষ্য শরীরে লবণাক্তাদির ভাগ বেশী হইলে বৃক্ষাদির দ্বারা তাহা হ্রাস করা যায় কি না তাহা বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন। এ স্থলে আমাদের এই মাত্র বক্তব্য যে, রোগী শিরঃপীড়ায় অস্থির হইয়াছে, ডাক্তারেরা শিশির পর শিশি ঔষধ দিয়া কিছু করিতে পারিতেছেন না, কবিরাজ হয় ত উপরের লিখিত বৈজ্ঞানিক সূত্রানুসারে তেল জল মাথায় দিয়া তৎক্ষণাৎ সে শিরঃপীড়া সারাইয়া দেন। সুতরাং আয়ুর্ব্বেদ অবৈজ্ঞানিক নহে, বৈজ্ঞানিক। দেশের লোক ইহার প্রতি মনযোগ করেন ইহাই প্রার্থনা। বিদেশীয়েরা অবৈজ্ঞানিক বলে বলুক। আপনার জিনিস মন্দ কে বলে।

সস্তা শিল্প দ্রব্য।

৪৫ ইঞ্চি চৌড়া ১০ হাত লম্বা পেড়ে ধুতি—২৶০ যোড়া। জমী নয়ানসুকের উপর, কিন্তু টেকসই। পাইবার ঠিকানা—(১) Ranchod Das Chotalal, Managing Agents, Ahmedabad Spinning & Weaving Company Ld. Shapore, Ahmedabad, Bombay Presidency। পাড় নানাবিধ পাওয়া যায়। প্রমাণ পেড়ে থান-ধুতিও উক্ত কলে পাওয়া যায়। দর প্রায় পেড়ে ধুতির

মত। ৮ হাতী ৯ হাতী ধুতিও পাওয়া যায়। (২) আহম্মদাবাদের Calico Printing & Weaving Company Limited নামক কলেও ধুতি পাওয়া যায়। ধুতি করিবার মত সস্তা নয়ানসুকের থানও পূর্ব্বোক্ত দুটি কলে পাওয়া যায়। (৩) Swadeshi Mills Co., Ld.; Managing agents, Messrs Tata and Sons, Victoria Buildings, Bombay। ইহাঁদের এখানে প্রমাণ পেড়ে ধুতি পাওয়া যায়। জমী ঠিক রেলির ৪৯এর মত। মূল্য ১৸৶০ যোড়া। ১০ হাত হইতে ৬ হাত লম্বা পাছাপেড়ে সাড়ী শীঘ্রই প্রস্তুত হইবে। ইহাঁরা বাঙ্গালীর ব্যবহার্য্য দ্রব্যের লম্বা চৌড়া পাড় প্রভৃতি কিরূপ এখন জানিতে পারায় প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাঁদের কলে ৵৫ হইতে।০ আনা পর্য্যন্ত গজ মার্কিণ কাপড় পাওয়া যায়। কাপড় বেশ ভাল; প্রস্থ ১৮ ইঞ্চি হইতে সওয়া গজ পর্য্যন্ত (৪) Empress Mills, Nagpur। এই কলে নানাবিধ মার্কিণ কাপড় পাওয়া যায়। কলিকাতায় ইহাঁদের এজেন্সী আছে। ইহাঁরা নিজে সাক্ষাৎভাবে কম টাকার জিনিস দেন না।

কোটের কাপড় সুতী টুইড বিলাতীর মত, মূল্য প্রতি গজ ৶১০ হইতে ॥৶০ আনা পর্য্যন্ত। নিম্নলিখিত কারখানা হইতে পাওয়া যায়— Swadeshi Mills (ঠিকানা উপরে আছে), (৫) Maneckji Petit Manufacturing Company, Ld., Bombay, [৬] Buckingham Mills, Madras এবং [৭] Cornatic Mills, Madras। পেটিটের কারখানার নমুনার জন্য তাঁহার Salesman, Abdulla

Haji and Co.কে (ঠিকানা 27, Lacharia Masjid, Bombay) ৵০ আনার টিকিট পাঠাইতে হয় এবং ভিঃ পিঃতে মাল চাহিলে অন্ততঃ ১০৲ টাকা অগ্রিম জমা দিতে হয়। অন্য সকল কারখানা হইতে নমুনা বিনামূল্যে পাওয়া যায় এবং ভিঃ পিঃতে মাল চাহিলে অগ্রিম টাকা জমা দিতে হয় না। পেটিট কোম্পানীর মূল্য তালিকা ইংরাজীতে আছে বটে, কিন্তু নমুনাতে দামগুলি মহাজনী অক্ষরে লেখা থাকে; তাহা পড়িয়া লইতে হয়। বকিংহাম ও কর্ণাটিক মিলস্ এই দুইটি কারখানার এজেণ্ট Bimny & Co., Madras। মাল চাহিলে এজেণ্ট দিগকেই লিখিতে হয়। কলিকাতাতে ইহাঁদের এজেণ্ট আছে। মান্দ্রাজে পত্র লিখিলেই জানা যায়।

কোর্ত্তা ও কামিজের কাপড়। বকিংহাম ও কর্ণাটিক মিলসে ৶১০ হইতে ।৶০ আনা মূল্যের এবং ১২ গিরা হইতে ১ গজ বহরের টুইল ও অপরাপর সুন্দর কাপড় পাওয়া যায়। প্রতি গজ ৶১০ আনা ও তদূর্দ্ধ মূল্যের উৎকৃষ্ট জিনও পাওয়া যায়।

সাদা ধোয়া ঠিক বিলাতীর মত লংক্লথ ৶৫।৶১০ গজ মূল্যের নাগপুর এম্প্রেস্ মিলস্ হইতে পাওয়া যায়।

সাদা ও নানা রঙ্গের সুন্দর সৌখীন বিছানার চাদর স্বদেশী মিলস ও পেটিট কোম্পানীর কারখানায় পাওয়া যায়। মূল্য বিলাতী অপেক্ষা বেশী নয়, ২ গজ চৌড়া পর্য্যন্ত পাওয়া যায়।

মোজা ও গেঞ্জি পেটিট কারখানা, (৮) Bangalore

Silken, Woolen and Cotton Mills, (৯) Khattau Makanji Mills (Bombay)এ পাওয়া যায়। বাঙ্গালোর কারখানায় কোরা সাদা সূতী মোজা ঠিক "ব্রিটিশ" মোজার মত, অথচ খুব শস্তা; এলাহাবাদে টাকায় ৬ যোড়া বিক্রী হয়। উহাদের রঙ্গীন মোজা টাকায় ৪ যোড়া বিক্রয় হয়। মাকনজিদের গেঞ্জি ব্যালব্রিগানের মত।

তোয়ালে পেটিট, বকিংহাম ও কর্ণাটিক কারখানায় পাওয়া যায়। নানা রকমের সুন্দর জিনিস পাওয়া যায়। দাম এক একখানা ⁄১৫ ও তদূর্দ্ধ।

পেটিট কারখানায় ⁄১৫ করিয়া সুন্দর রুমাল পাওয়া যায়।

গরম কোটের ও কামিজের কাপড়, মোজা, লুই, র‍্যাপার, ইত্যাদি নিম্নলিখিত কারখানায় পাওয়া যায়;— (১০) Cawnpore Woollen Mills Co., Ld. (১১) New Egerton Mills, Dharwal, Panjab. লুই এবং র‍্যাপার ৩॥০ টাকা হইতে ৮৲ টাকা মূল্যের পাওয়া যায়। দেড় গজ বহরের গরম কাপড় ২॥০ টাকা হইতে ৫৲ টাকা গজের পাওয়া যায়, ফ্লানেলও পাওয়া যায়। ধারিওয়ালের কারখানায় ৮।১০ গজ লম্বা টুকরাও বিক্রী করে।

Amirchand & Sons, Lahore এই ঠিকানায় সুন্দর মোলায়েম পশমী চেক চাদর পাওয়া যায়। প্রত্যেকটির মূল্য ৬৲ টাকা। পট্টুও ঐ ঠিকানায় পাওয়া যায়। গজ ৸০ হইতে ৸৵০ আনা। সঞ্জীবনী।

খাদ্য দ্রব্য গুণ।

কুষ্মাণ্ড— কুমড়ায় বল বাড়ে শুক্র বৃদ্ধি করে।
গুরুপাক বায়ু আর রক্ত পিত্ত হরে॥
কচি কুমড়া শীতল, পিত্ত দোষহারী।
মধ্য অবস্থায় কিছু হয় কফকারী॥
পাকিলে কুমড়া নহে ঠাণ্ডা গুণ তত।
খাইতে মধুর রস, কিছু ক্ষার যুত॥
অগ্নি বৃদ্ধি করে লঘু উদর শোধক।
সর্ব্ব দোষ হরে আর উন্মাদ নাশক॥
লাউ— লাউ মিষ্ট মুখ প্রিয় পিত্ত কফ হরে।
গুরু রুচিকর আর শুক্র বৃদ্ধি করে॥
ধাতু সমূহের পুষ্টি বৃদ্ধি ইথে হয়।
হৃদ্রোগের উপকারী জানিবে নিশ্চয়॥
কাঁকুড়— শীতল ধারক গুরু জানিবে কাঁকুড়।
রুক্ষ অপক্ব আর খাইতে মধুর॥
কাঁচা কাঁকুড় রোচক পিত্ত নাশ করে।
পাকিলেও পিত্ত নাশে, তৃষ্ণা, অগ্নি হরে॥
করলা— করলা শীতল লঘু বিরেচক তিক্ত।
বায়ু বৃদ্ধি নাহি করে, নাশে জ্বর পিত্ত॥
কফ রক্ত পাণ্ডু মেহ ক্রিমি রোগ সারে।
ছোট করলাও লঘু অগ্নি দীপ্তি করে॥
ধুন্দুল— ধুন্দল তোরই সম, স্বাদ কিছু তিক্ত।
স্নিগ্ধ গুণ, নাশে বায়ু আর রক্ত পিত্ত॥

মুষ্টিযোগ।

আমাশা—আমরুল পাতা রসে মিশায়ে লবণ।
মাথায় বসায়ে দেও ছটাক ওজন॥
অথবা লইয়া তাহা ছটাক প্রমাণ।
আমাশয় যায় কৈলে সন্ধ্যা প্রাতে পান॥১
সাদা ধুপ আর চিনি এক তোলা লও।
আমাশায় খাও, যদি ভাল হতে চাও॥২
গাঁন্ধাল পাতার রস ছটাক প্রমাণ।
কিঞ্চিৎ মিশায়ে মধু যদি কর পান॥
গাঁন্ধালের ঝোল বড়া অথবা সেবন।
সদ্য সদ্য আমাশয় হবে নিবারণ॥৩
পেয়ারার কচি পাতা লইবে পিষিয়া।
এক শিকি খেলে যাবে আমাশা সারিয়া॥৪
এক ছটাক প্রমাণ কাঁচা দুধ লও।
আলো চা'ল তাহে আধ ছটাক মিশাও॥
দুই তোলা তেলাকুচা পাতা রস দিয়া।
এক ঘণ্টা রাখ বৈদ্য সব ভিজাইয়া॥
মর্দ্দন করিয়া পরে তাহা ছাকি লও।
চারি পাঁচ ভাগ করি ততবার খাও॥৫
জায়ফল পাথরে ঘষি থানকুনি রসে।
আফিং দিয়া লেপ দাও নাভীর চৌপাশে॥
দুই তিন লেপ দিলে পেট ব্যথা যাবে।
বিনোদ বলে এমন আর কোথা পাবে॥৬

পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ।

৪। আমাশা।

[ক] কোটরাজের ছাল ভিজাইয়া (কাঁচা) পোড়া বেলের সঙ্গে মিশাইয়া চিনি দিয়া খাইতে হয়।

[খ] এক ছটাক কলমি সোরা ভিজাইয়া সেই জল এবং আধ পোয়া মিশ্রির সরবত একত্র মিশাইয়া দেড় ছটাক পরিমাণ পাতি (কাগজি) লেবুর রস তাহাতে দিয়া ১ ছটাক মাত্রায় ৩।৭ বার সেবন করিবে।

[গ] সাদা জিরা এক সিকি, জঙ্গী হরীতকী এক সিকি, দাড়িম্বের কড়া আধ তোলা ও চিনি ১ তোলা। জিরা হরিতকী ও দাড়িম্বের কড়া নির্ম্মল করিয়া পিষিয়া যথোপযুক্ত জলে চিনি সহ মিশাইয়া ২।৩ দিন পান করিলে সারে।

[ঘ] পাকা বাতাবি লেবুর রস ও উৎকৃষ্ট গাওয়া-ঘৃত চিনি একত্র মিশাইয়া পান করিবে।

[ঙ] থুথার রস এক ছটাক, চিনি দেড় ছটাক একত্র সরবত করিয়া সেবন করিবে।

[চ] চাউল ও কটু তৈল মাখিয়া খাইয়া কিছু জল পান করিবে।

[ছ] সাদা জিরা ।০, ডালিমের কুঁড়ী ||০ চিনি ১ তোলা উত্তমরূপে বাটিয়া একত্র সেবন করিবে।

শ্রীরামচন্দ্র রায় উকীল।

৪

বার্ষিক মূল্য ১০ আনা, মাশুল ৵০ ...

চিকিৎসক।

মাসিক পত্র ও চিকিৎসা...

...

তৃতীয় খণ্ড।

গবর্ণমেণ্ট মেডিকাল ডিপ্লোমা প্রাপ্ত

ডাক্তার শ্রীবিনোদবিহারী রায়

কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

রাজসাহী।

শ্রীমুরারিমোহন বিশ্বাস কর্ত্তৃক
বোয়ালিয়া তমোঘ্ন-যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
১৮৯৯ সাল। এপ্রিল।

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য /১০ দেড় আনা।

Intentionally
Duplicate
Exposure

উৎসাহ।

মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১॥০ দেড় টাকা। মফঃস্বলে এরূপ
পত্র আর নাই। ইহাতে কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,
র গোবিন্দচন্দ্র দাস, ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়,
নাসিক শ্রীশচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি রীতিমত লিখিয়া
কন। ৵১০ দশ পয়সার টিকিট পাঠাইলে একখানি
না স্বরূপ পাঠান হয়। উৎসাহ কার্য্যাধ্যক্ষ

তৈয়ারী পাঁচন।

খাটী পাঁচন বাজারে পাওয়া কঠিন। পাইলেও জ্বাল দিয়া খাওয়া অনেকের পক্ষে অসুবিধা, এজন্য আমরা কতকগুলি উপকারী পাঁচন সংগ্রহ করিয়া বৈজ্ঞানিক উপায়ে আরক প্রস্তুত করিয়া বিক্রয়ার্থ সর্ব্বদা প্রস্তুত রাখি। সকল পাঁচনেরই মূল্য ১২ মাত্রার ১ শিশি ১৲ টাকা।

যমানী আরক।

আমাদের যমানী আরক সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। অজীর্ণ এবং অম্লপিত্তের সূত্রপাতে অতি উপকারী। মাত্রা অৰ্দ্ধ ছটাক। এক বোতল ।৵০ আনা।

মৌরী আরক।

গ্রীষ্মকালে ব্যবহার জন্য আমরা এই উপাদেয় আরক প্রস্তুত করিয়াছি। ইহা পানে শরীর শীতল এবং পিপাসার নিবৃত্তি হয়। মাত্রা অর্দ্ধ ছটাক।

এক বোতল ।৵০ আনা মাত্র।

দদ্রু নাশক চূর্ণ।

মূল্য এক কৌটা চারি আনা মাত্র।

চিকিৎসক সম্পাদক।

রামপুর বোয়ালিয়া—রাজসাহী।

সুলভ কবিরাজী ঔষধ।

কফকেতু।—সর্দ্দিজ্বর সান্নিপাতিকজ্বর সারে। ৭ বটিকা ৵০ আনা। ১০০ বটী ১।০

বৃহৎ জ্বরান্তক রস।—অনুপান ভেদে তরুণ পুরাতন জ্বর সারে। ৭ বটিকা ৵০ আনা। ১০০ বটী ১।০

সৌভাগ্য বটিকা।—ঘোরতর নিদ্রাদি উপদ্রবযুক্ত সান্নিপাতিকজ্বর সারে। ৭ বটি ॥০, ১০০ বটী ৫৲

বেতাল রস।—মূর্চ্ছা ও ঘর্ম্মযুক্ত সান্নিপাতিকজ্বর সারে। ৭ বটিকা ৵০ আনা। ১০০ বটী ১।০

কালভৈরব রস।—ওলাওঠা ও জ্বর বিকারে নাড়ী বসিয়া গেলেও সারে। ৭ বটিকা ৩৲, ১০০ বটী ২০৲

বৃহৎ জ্বরান্তক লৌহ।—নানাবিধ জ্বর, শুক্রেহ চিরকালীন জ্বর সারে। ৭ বটিকা ৳০, ১০০ বটী ৮৲

মহালক্ষ্মীবিলাস রস।—সান্নিপাতিকজ্বর, শুক্রক্ষয় নাশ করে। ৭ বটিকা ৳০, ১০০ বটী ৮৲

যকৃৎ-প্লীহারী তৈল।—সেবন ও মালিসে যকৃৎ প্লীহা নিশ্চয় সারে। একসের মুল্য ১৬৲ টাকা।

বৃহৎ গুড় পিপ্পলী—বালকদিগের অতি কঠিন যকৃৎ প্লীহা, জ্বর, শোথ কাস সারে। ৭ মাত্রা ॥০ এক সের ১৪৲।

মকরধ্বজ।—বলবীর্য্য ও অগ্নি বৃদ্ধি করে। এক তোলা ১০৲ টাকা। ৭ রতি ১৲

রসসিন্দুর।—এক তোলা ২৲ ৭ রতি ।৵০

ক্রিমি মুদ্গর রস—উৎকৃষ্ট ক্রিমি নাশক ঔষধ। ৭ মাত্রা ৵০ ১০০ বটী ৪৲।

শ্রীনৃপতি বল্লভ।—(রৌপ্যঘটিত) অগ্নিমান্দ্য

শূল, কাস গ্রহণী সারে। ৭ বটিকা ॥০ আনা। ১০০ বটী ৫৲

শৃঙ্গারাভ্র।—কাশ সারে এবং বল বীর্য্য বৃদ্ধি করে। ৭ বটিকা।৵০ আনা। ১০০ বটী ৪৲

সার্ব্বভৌম রস।—কাশের মহৌষধ ৭ বটিকা ৸০ আনা ১০০ বটী ৮৲

বৃহৎ বাসাবলেহ— কাস, শ্বাস, রক্তপিত্ত হৃৎশূল সারে। ৭ মাত্রা ॥০, এক সের ১৬৲।

চ্যবন প্রাশ।— কাশ, যক্ষ্মা, শুক্রগত দোষ, ইন্দ্রিয় দৌর্ব্বল্য সারে। একসের ৬৲ টাকা।

তালিশাদ্য চূর্ণ।—কাশ, শ্বাস, স্বরভঙ্গ সারে। মূল্য ৭ মাত্রা।৵০ আনা।

বাতমর্দ্দন।— সর্ব্বপ্রকার বাত এবং স্নায়ুশূল নিশ্চয় সারে। মূল্য ১ ছটাক ২৲ টাকা।

বৃহৎ সর্ব্বজ্বরহর লৌহ।— পুরাতন জ্বর ও প্লীহা জ্বরে অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ ৭ বটী ॥০ ১০০ বটী ৫৲

অভয়া মোদক।—বিষমজ্বর, মন্দাগ্নি, উদর ও পার্শ্ববেদনা সারে। ৭ মাত্রা ৸০ আনা।

হরিতকী খণ্ড।—অম্লপিত্ত, শূল, অর্শ সারে। মূল্য একসের ৬৲ টাকা।

হরিতকী পাক।—অম্লপিত্ত সারে। ৭ মাত্রা।৵০ আনা।

হরিতকী পাক।—প্লীহা সারে। ৭ মাত্রা।৵০

অবিপত্তিকর চূর্ণ।—অম্লপিত্ত সারে। ৭ মাত্রা।৵০ আনা।

রোহিতকাদ্য চূর্ণ।—যকৃৎ সারে। ৭ মাত্রা॥০

এলাদি গুড়িকা।—কাশ, শ্বাস, হিক্কা, বমি, মূর্চ্ছা, রক্তবমন সারে। ৭ মাত্রা।৵০ আনা।

বৃহৎ গঙ্গাধর চূর্ণ।—গ্রহণী, অতিসার সারে। ৭ মাত্রা।৵০ আনা।

শোথ কালানল।—শোথ সারে। ৭ মাত্রা ॥০

মহাদশমূল তৈল।—কফবাত সমুদ্ভুত সর্ব্ব প্রকার শিরোরোগ সারে। একসের ১২৲ টাকা।

শিরোবজ্র তৈল।—উর্দ্ধগত শ্লেষ্মা (সার্দ্দি) দোষ সারে। অতি উৎকৃষ্ট। একসের ১৬৲ টাকা।

মহাপঞ্চ তিক্ত ঘৃত।—কুষ্ঠ, বাতরক্ত, দুষ্টব্রণ পারা দোষ সারে। একসের ১৬৲ টাকা।

মহাসোম ঘৃত।—মৃতবৎসা দোষ ও সুতিকা রোগ সারে, স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি হয়। একসের ১২৲ টাকা।

যমানী আরক।—অগ্নিমান্দ্য সারে। এক বোতল।৵০ আনা

মৌরী আরক।—স্নিগ্ধগুণ, বায়ু নাশ করে। মূল্য এক বোতল।৵০ আনা।

অর্ক লবণ।—প্লীহা সারে। ৭ মাত্রা।০ আনা।

যোষিদ্বল্লভ রস।—ধারক ও সুতিকা রোগ নাশক। এক সপ্তাহ ১৲ টাকা।

অম্লশূলারী গুড়িকা।—অম্লশূল সারে। ৫৪ বটিকা খাইতে হয়। মূল্য ২॥০ টাকা।

স্বর্ণবঙ্গ।— প্রমেহ ও শুক্র তারল্য সারে। ১ তোলা ৬৲ ৭ রতি ॥৵০ আনা।

☞ তৈল ঘৃতাদির প্যাকিং।০ বটীকার /০

রোহিতকারিষ্ট— প্লীহা, যকৃৎ, গুল্ম, গ্রহণী কামলা ইত্যাদি সারে। ১ সের ৬৲ এক পোয়া ১৸৶৹

দ্রাক্ষারিষ্ট— শ্বাস, কাস, ক্ষয় ও গলরোগ সারে। ১ সের ৬৲ এক পোয়া ১৸৶৹

বৃহৎ ক্রিমিমুদগর রস— সত্বর ক্রিমি নষ্ট হয়। ৭ বটিকা ৷৹ ১০০ বটি ৫৲

কটফলাদি চূর্ণ— পিনাস রোগ সারে। মূল্য ১ তোলা ৶৹

লবঙ্গাদি বটি— প্রভূত মাংসাদিও জীর্ণ হয়। ৭ বটি ৷৶৹, ১০০ বটি ৪৲

বৃহৎ গুড়ুচ্যাদি পাঁচন— পুরাতন জ্বরের মহৌষধ ১২ মাত্রা এক শিশি ১৲

দাস্যাদি পাঁচন— দুঃসাধ্য জীর্ণ জ্বরও ইহাতে সারে। ১২ মাত্রার এক শিশি ১৲

অষ্টাদশাঙ্গ পাঁচন [বাত শ্লেষ্মহর] বাত শ্লেষ্মাধিক্য সান্নিপাতিক জ্বর পার্শ্ব বেদনা, কাস শ্বাস, হিক্কাদি সারে। ১২ মাত্রার এক শিশি ১৲

অষ্টাদশাঙ্গ পাঁচন [পিত্ত শ্লেষ্মহর] তন্দ্রা, প্রলাপ, কাস, অরুচি, দাহ, মোহ প্রভৃতি উপদ্রব যুক্ত সান্নিপাতিক জ্বর সারে। ১২ মাত্রার এক শিশি ১৲

চন্দ্রামৃত রস— সর্দ্দি কাস সারে। ৭ বটি ৷৶৹

কুষ্মাণ্ড খণ্ড— রক্তপিত্ত ও ক্ষয় নাশক, বলকারক, পুষ্টিকর। ১ পোয়া ১৸৶৹, ১ সের ৬৲

মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ সাহা বোয়ালিয়া।	১৸৹
" " বিপিনবিহারী চৌধুরী গোপালচক।	১৸৹
" " হরিচরণ পাল বোয়ালিয়া।	১৸৹
" " রাজেশ্বর সরকার ধানতৈড়।	১৸৹
" " প্রাণবন্ধু দাস প্রেমতলী।	১৸৹
" " আশুতোষ ভট্টাচার্য্য চণ্ডীতলা।	১৸৹
" " কৃষ্ণচন্দ্র সাহা বড়গাছী।	১৸৹
" " গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বালুঘাট।	১৸৹
" " শ্রীনাথচন্দ্র ঘোষ আমরাই।	১৸৹
" আব্বারুল্লা সরকার সারাঙ্গপুর।	১৸৹
" " উমেশচন্দ্র চৌবে হড়গ্রাম।	১৸৹
" " মহেশ্বর ভট্টাচার্য্য উকীল বোয়ালিয়া।	৸৹
" " হরিদাস ঘোষ মোক্তার বোয়ালিয়া।	১৸৹
" " মনমোহন মজুমদার ঐ	১৸৹

ক্রমশঃ।

উৎসাহ।

মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৷৹ দেড় টাকা। মফঃস্বলে এরূপ সুন্দর পত্র আর নাই। ইহাতে কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবিবর গোবিন্দচন্দ্র দাস, ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, ঔপন্যাসিক শ্রীশচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি রীতিমত লিখিয়া থাকেন। ৶১০ দশ পয়সার টিকিট পাঠাইলে একখানি নমুনা স্বরূপ পাঠান হয়। উৎসাহ কার্য্যাধ্যক্ষ

সুলভে কবিরাজী ঔষধ।

সস্তায় খাঁটি ঔষধ যোগাইবার জন্য উপযুক্ত লোক রাখিয়া নিজ তত্ত্বাবধানে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুত করতঃ কিঞ্চিৎ লাভ রাখিয়া বিক্রয় করিতেছি। অধিক বিক্রয় হইলেই সস্তা দেওয়া যায়। খাঁটি কি না পরীক্ষা করিলেই জানিতে পারিবেন। রোগের বিস্তারিত বিবরণ সহ উত্তরের টিকিট দিয়া পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ব্যবস্থা পাঠাই।

চিকিৎসক সম্পাদক।
পোঃ ঘোড়ামারা—রাজসাহী।

চিকিৎসা সংগ্রহ।

টাইফয়েড জ্বর Typhoid (fever)— দুইটী টাইফয়েড জ্বরের রোগীর রক্তস্রাব হইয়া অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়াছিল। একটীর একবারে ৪ পাইণ্ট এবং দ্বিতীয় রোগীর প্রথম বারে ২ পাইণ্ট এবং পরে দেড় পাইণ্ট নর্ম্ম্যাল স্যালাইন সোলিউসান (Saline Solution) শিরা মধ্যে ইঞ্জেক্‌ট করিয়া দেওয়ায় সারিয়া গিয়াছে। শরীর শীতল, নাড়ী কখন পাওয়া যায় কখন পাওয়া যায় না, এই অবস্থায় এক জনের মিডিয়ান সেফেলিক শিরাতে (Median Cphelic vein) এবং আর এক জনের মিডিয়ান ব্যাসিলিক শিরাতে ইঞ্জেকট করা হইয়াছিল। ইঞ্জেক্‌সন্ করিবার সময়েই রোগীর মুখ মণ্ডলে গোলাপী রং দেখা গিয়াছিল। ওষ্ঠের রং ক্রমে ভাল হইয়াছিল। শ্বাস প্রশ্বাস ক্রমে গভীর হইয়াছিল, নাড়ী ধীর, পূর্ণ এবং ১০৮ বার আঘাত করিয়াছিল। যাহাকে একেবারে ৪ পাইণ্ট ইঞ্জেক্ট করা হইয়াছিল তাহার খুব কম্প জ্বর হইয়া ১০৪·৬ ডিক্রি উত্তাপ হইয়াছিল। যাহার দুইবারে দেওয়া হয় তাহার জ্বর হইয়াছিল বটে কিন্তু তত নয়। ডাক্তার ড্রেক [মেলবোরণ] এবং ডাক্তার রামসে [লঞ্চেসটন হাসপাতাল] এই দুই রোগী চিকিৎসা করেন।

প্রুরাইটাস্ এবং প্রুরাইগো রোগে ক্লোরাইড অব ক্যালসিয়াম ব্যবহার করিয়া ডাঃ স্যাবিল বেশ ফল পাইয়াছেন। ২০ গ্রেণের কম মাত্রায় ব্যবহার করিতে তিনি নিষেধ করেন। ২০ গ্রেণ হইতে ৩০।৪০ গ্রেণ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি

করিতে পারা যায়। আহারের পর ২ ঔন্স জল সহ খাইতে বলেন। কাহারও কাহারও ইহাতে অত্যন্ত পিপাসা হয়। ইহার লবণাস্বাদ নষ্ট করিবার জন্য টিংচার অরেন্সাই এবং ক্লোরোফর্ম ওয়াটার ১ ঔন্স মিশাইতে হয়। একটী স্ত্রীলোকের ১৩ বৎসরের প্রুরাইটাস্ ভল্‌ভী রোগ এই ঔষধে তিন সপ্তাহে ভাল হইয়াছিল। I. M. R.

ম্যালেরিয়া জ্বরে— ১৫ গ্রেণ কুইনাইন, ১৫ গ্রেণ শুঁঠ চূর্ণ, এবং আধ ঔন্স প্যারিগরিক দিবসে ২ বার প্রয়োগ করিলে জ্বর সারে। যদি বিবমিষা থাকে তবে প্যারিগরিক দিবে না। I. M. R.

প্রমেহ— কোন প্রমেহ রোগী বিবাহ করিলে নিম্ন লিখিত দুইটী নিয়মের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। তাহা হইলে স্ত্রীতে এই রোগ সংক্রমিত হইবে না—

(১) সহবাসের পূর্ব্বে প্রস্রাব করিবে। ইহাতে মূত্র নালী মধ্যে পূযাদি থাকিলে ধুইয়া যাইবে।

(২) ২৪ ঘণ্টা মধ্যে একাধিক বার সহবাস করিবে না।

বেশ পদার্থ (dressing)—ডাঃ লানুক্রিড বলেন বিশেষ কারণ ব্যতিত ক্ষতের বেশ পদার্থ বদলান উচিত নয়। যদি গদির স্থানে স্থানে ভিজিয়া উঠে, তবে ক্ষত না খুলিয়া দ্বিতীয় একটী এসেপ্‌টিক গদি উহার উপর দিবে। যদি সমস্ত গদি পূযে ভিজিয়া যায় তবে উপর উপর বদ্‌লাইয়া ক্ষতের সংলগ্নখানি যেমন তেমনি রাখিবে। ড্রেনেজটিউব থাকিলে এবং তাহা বাহির করিতে হইলে চতুর্থ দিবসে

বেশ পরিবর্ত্তন করিবে। যদি ক্ষতে রক্ত জমাট হইয়া যায় তবে টিউব সরাইবে না। ক্ষত অবিশুদ্ধ বলিয়া সন্দেহ জন্মিলে, যে পর্য্যন্ত সন্দেহ ভঞ্জন না হয় সে পর্য্যন্ত নাড়িবে না। জ্বর বরাবর থাকিলে এবং ক্ষতের বাহ্যিক চেহারা দ্বারা তাহার কারণ বুঝা না গেলে ক্ষত দূষিত হইয়াছে কি না দেখিবে। I. M. R.

সম্পাদকীয় মন্তব্য— আমরা এই মতের পক্ষপাতী নহি। ক্ষত ঘন ঘন বেশ করা ভাল নহে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া ৪ দিন পর্য্যন্ত বেশ অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় রাখিলে পূযাদি শরীরে শোষিত হইয়া রক্ত দূষিত হওয়াই অধিক সম্ভাবনা। প্রথম অস্ত্র প্রয়োগের পর দুই দিন বেশ ঠিক রাখা উচিত। তার পর ২৪ ঘণ্টা মধ্যে এক বার মাত্র বেশ পরিবর্ত্তন করা ভাল। তবে পরিষ্কার করিবার জন্য পিচ্‌কারী দ্বারা জল অধিক দেওয়া ভাল নহে, তাহাতে ক্ষতের দানা ভাঙ্গিয়া যায়। সারিতে বিলম্ব হয়।

শ্বাস— মরফিণি ১/৮ গ্রেণ, ষ্ট্রীকনাইনি ১/৬০ গ্রেণ, হাইওসিনি হাইড্রোব্রোমেট ১/২০০ গ্রেণ একত্র মিশ্রিত করিয়া একবারে সেবন করিতে দিবে। (মেডিকাল নিউস্) I.M.R.

কক্‌সিগোডিনিয়া— একষ্ট্রাক্ট বেলাডোনা ১/৪ গ্রেণ, একষ্ট-হাইওসিয়ামাই ১/৪ গ্রেণ, আইওডোফর্মাই ১/৪ গ্রেণ, অলিও থিওব্রোমি ২০ গ্রেণ একত্র মিশ্রিত করিয়া একটী সাপোজিটারী প্রস্তুত করিয়া শয়ন সময়ে ব্যবহার করিবে। (মেডিকাল রেকর্ড) I. M. R.

ঔষধ গুণ সংগ্রহ।

পরিবর্ত্তন— এক ঔষধ অধিক দিন ব্যবহার করা উচিত নহে। কোন কোন ঔষধ, বিশেষতঃ উত্তেজক এবং অবসাদক ঔষধ, এক সঙ্গে অধিক দিন সেবন করিলে ক্রমেই ফল কম হয়, কতকগুলি আবার অন্তে সংগৃহীত হইয়া বিষাক্ত ক্রিয়া প্রকাশ করে। এই জন্য মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম দিয়া ঔষধ ব্যবহার করা উচিত। (উঃ ইউয়ার্ট) I. M. R.

অহিফেণ— নিম্নলিখিত কয়েক স্থলে অহিফেণ ব্যবহার নিষেধ :—

(১) উদরাময়ের প্রথম অবস্থায় অন্ত্র মল শূন্য না হওয়া পর্য্যন্ত; (২) যতক্ষণ ঘন ঘন দাস্ত না হয় এবং দুর্গন্ধ থাকে; (৩) যতক্ষণ গাত্রোত্তাপ অধিক থাকে অথবা মস্তিকের দুর্লক্ষণ থাকে; (৪) যখন ইহা ব্যবহারে উত্তাপ বৃদ্ধি হয় বা মলের দুর্গন্ধ বৃদ্ধি হয়। নিম্নলিখিত লক্ষণে ইহা প্রয়োগ করা যায় :—

(১) যখন দাস্ত ঘন ঘন হয়, ব্যথা থাকে; (২) যখন অধিক এবং জলের মত পাতলা দাস্ত হয়; (৩) আমাশয়িক উদরাময়ে ক্যাষ্টর অয়েল বা লাবণিক বিরেচক সহ দিবে; শেষাবস্থায় যখন শীঘ্র শীঘ্র অল্প অল্প দাস্ত হয়; (৫) যখন দাস্তের মধ্যে অজীর্ণ ভুক্তদ্রব্য থাকে এবং আহার মাত্রেই দাস্ত হয়। (ক্র্যাণ্ডাল) I. M. R.

বিবিধ তত্ত্ব।

গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী ফরাসী প্রেসিডেণ্ট "ফরের" সন্ন্যাস রোগে মৃত্যু হইয়াছে। মিঃ লোবেট প্রেসিডেণ্ট হইয়াছেন।

মার্কিণ সিনেটে নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, স্বায়ত্বশাসনের উপযোগী না হওয়া পর্য্যন্ত ফিলিপাইন যুক্ত রাজ্যের শাসনাধীন থাকিবে।

মিঃ এইচ, এল্ শর্ট নামক এক জন ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ার এক যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন তদ্দারা দুই মাইল দূরবর্ত্তী স্থান হইতে মনুষ্য কণ্ঠ নিঃসৃত শব্দ অতি সুস্পষ্ট ভাবে শোনা যায়।

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার সুপ্রিম কাউন্সিলে পরিবর্ত্তিত চুক্তি বিল আইনে পরিণত হইয়াছে। এই আইনানুসারে বিচারকগণ চুক্তির অনুসরণ না করিয়া আপনাদের বিবেচনানুসারে বিচার করিতে পারিবেন।

গত ডিসেম্বর মাসে সর্ব্ব সমেত ভারতবর্ষে ৫ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকার সোণা বিদেশ হইতে আমদানী হইয়াছে এবং এদেশ হইতে তিন লক্ষ টাকার রূপা বিদেশে গিয়াছে।

১৮৯৮ সালে সর্ব্ব সমেত ৭ হাজার ৫ শত ২৬ খানা নূতন ও পুরাতন পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে। ১৮৯৭ সালে মুদ্রিত পুস্তকের সংখ্যা ৭ হাজার ৯ শত ২৬ খানা ছিল।

আগামী প্রবেশিকা এল, এ; বি, এ পরীক্ষায় ২০৯ জন পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন।

গত ২৯শে মাঘ শনিবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি বিতরণ সভায় লর্ড কুর্জ্জন সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া সকলেই খুব প্রশংসা করিয়াছে।

ইংলণ্ডের প্রত্যেক লোক প্রতি দিন গড়ে আধ সের ময়দা, ২ ছটাক মাংস, ২ ছটাক চিনি, আধ সের আলু, এক কাচ্চা চা বা কফি খায়। ফরাশীরা প্রতি দিন তিন পোয়া ময়দা, ছয় কাচ্চা মাংস, অর্দ্ধ ছটাক চিনি, তিন পোয়া আলু ও এক কাচ্চা চা ও কফি খায়। জর্ম্মণেরা তিন পোয়া ময়দা ৫ কাচ্চা মাংস, ৭ ছটাক চিনি, এক সের আলু ও এক কাচ্চা চা বা কফি খায়।

যখন কেহ ডিউক উপাধি পান তখন তিনি ৫২৫৯ টাকা ট্যাক্স দেন। মার্কুইস ৪৫০০ টাকা, আরল ৩৭৫০ টাকা ভাইকাউণ্ট ৩০০০ টাকা, ব্যারন ২২৫৯ টাকা এবং ব্যারনেট ১৫০০ টাকা ট্যাক্স দিয়া থাকেন।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে এ পর্য্যন্ত ৫২টা আগ্নেয় দ্বীপ সমুদ্র তল হইতে উপরে উঠিয়াছে। ইহার মধ্যে ১৯টা আবার সমুদ্র তলে নিমজ্জিত হইয়াছে।

কোরিয়া দেশের স্ত্রীলোকেরা বিবাহের প্রথম দিন মুখ বন্ধ করিয়া থাকিতে বাধ্য হয়। তাহারা স্বামীর সঙ্গেও কথা বলিতে পারে না। তাহার পর রসনাকে অসংযত করিয়া ছাড়িয়া দেয়।

ইংলণ্ডের অন্তর্গত সাউথ-কোরল্যাণ্ড হইতে গুড-উইল বাতিগৃহ পর্য্যন্ত বিনা তারে তাড়িত সংবাদ চলিতেছে। উভয় স্থানের মধ্যে ১২ মাইল ব্যবধান।

আসামের চিফ কমিশনার কটন সাহেব আসামে ৬৬ বৎসর ম্যাদে জমিদারী ব্যবস্থা করিতে চাহিয়াছিলেন। বড় লাট বাহাদুর ৩৩ বৎসর ম্যাদ মঞ্জুর করিয়াছেন। আপাততঃ ৩ লক্ষ বিঘা জমিতেই জমিদারী বন্দোবস্ত হইবে। কিন্তু একজনকে ৩০ হাজার বিঘার অধিক দেওয়া হইবে না। চা-করদিগকে এরূপ জমিদারী করিতে দেওয়া হইবে না। তাহাদিগের সহিত বর্ত্তমান বন্দোবস্তই চলিবে। নূতন জমিদারকে ১০ বৎসর খাজানা দিতে হইবে না। বৃক্ষাদির মূল্যও দিতে হইবে না। ১১ হইতে ২০ বৎসর পর্য্যন্ত বিঘা প্রতি এক আনা খাজানা লওয়া হইবে। তাহার পর গবর্ণমেণ্ট খাজানা বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন। আপাততঃ ব্রহ্মপুত্রের তীরবর্ত্তী স্থান সমূহ বন্দোবস্ত করা হইবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের স্বতন্ত্র উপাধি দেওয়া হইবে। এফ, এ পরীক্ষার পর বিএর বদলে বি এস সি আবার আরও পরে ডি, এস, সি উপাধির পরীক্ষা হইবে।

বরদার গুইকোঁয়ারের তরবারীর মত মহা মূল্যবান তরবারী জগতে আর কাহারও নাই। ইহা হীরা, পান্না, মরকত মণিতে সুশোভিত। মূল্য ৩২ লক্ষ টাকা। পারস্যের রাজার তরবারীর মূল্য দেড় লক্ষ টাকা মাত্র। রুষিয়ার সম্রাট ও তুরস্কের সুলতানের খুব ভাল তরবারী আছে, কিন্তু মূল্য ১৫ হাজার টাকার বেশী নয়।

ইংলণ্ডের যুবরাজ ভবনে এক অদ্ভুত রীতি প্রচলিত

আছে। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ আসিলে একবার ওজন লওয়া হয়। যখন তাহারা দুই এক দিন রাজবাটীতে থাকিয়া বাটী গমন করেন, তখন আবার তাঁহাদিগকে ওজন করা হয়।

আমাদের দেশে নূতন ধান উঠিলে নবান্ন হইয়া থাকে। আমেরিকায় নূতন শস্য ঘরে আসিলে তাহারা শস্য দ্বারা সুন্দর মূর্ত্তি গঠন করে। তাহাকে রাজবেশে সাজাইয়া গাড়ীতে চড়াইয়া নগর প্রদক্ষিণ করে। হাজার হাজার গাড়ী পত্র পুষ্পে সজ্জিত করিয়া শস্য মহারাজার সঙ্গে প্রেরণ করা হয়।

কুমাউনের জঙ্গলে গর্জ্জন এবং টার্পিণের গাছ আছে।

---

১৮ বড়ী ॥০ ৪০ বড়ী ১৲

ডাক্তার শ্রীবিনোদবিহারী রায়।

ভি, এল, এম, এস। ঘোড়ামারা—রাজসাহী।

উপযুক্ত ঔষধ।

বিশেষ বিবেচনা না করিয়া কার্য্য করা আমাদের কেমন একটা অভ্যাস হইয়া পড়িয়াছে। আপাতমধুর যাহা কিছু বোধ হয়, আমাদের মন তৎ প্রতিই সহজে ধাবিত হয়। আজ কাল আমরা বিদেশী যাহা কিছু দেখি তাহাতেই পতঙ্গবৎ ঝম্প দিয়া পড়ি, তা কি বিলাস বিষয়ে, কি প্রাণের বিষয়ে। এরূপ হওয়া আমাদের উচিত নহে। অতএব অমূল্য প্রাণের দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। স্বাস্থ্যরক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য। আজকাল আমাদের দেশের লোক ডাক্তারী ঔষধের অত্যন্ত ভক্ত হইয়াছেন, কিন্তু ইহা আমাদের পক্ষে কিছুমাত্র ইষ্ট জনক নহে, বরং অনিষ্টের কারণ। আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ বহু পূর্ব্বে একথা বলিয়া গিয়াছেনঃ—

উচিতে বর্ত্তমানস্য নাস্তি দুর্দ্দেশজং ভয়ম্।
আহার স্বপ্ন চেষ্টাদৌতদ্দেশস্য কৃতে সতি ॥
যদ্যদ্দেশস্য যো জন্তুস্তজ্জন্তোরৌষধং হিতম্।
দেশাদন্যত্র বসতস্তত্তুল্য গুণমৌষধম্ ॥

অর্থাৎ স্বদেশে বাস করিয়া স্বদেশীয় বিধি অনুসারে আহার, বিহার ও নিদ্রা সেবন করিলে ভিন্নদেশীয় রোগাদি উপস্থিত হইতে পারে না। যে ব্যক্তির যে দেশে জন্ম ও বাস তাহার পক্ষে তদ্দেশজাত ঔষধই উপকারী। স্বদেশ ত্যাগ করিয়া যখন অন্য দেশে বাস করা যায়, তখন ঐ নূতন দেশীয় ঔষধ সেবনীয়।

এখন পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখুন একথা ঠিক কি না? আমার যে দেশে জন্ম, যে দেশে আসি শিশু

হইতে এত বড় হইলাম, এত দিন যে দেশের উৎপন্ন খাদ্য দ্রব্য আহার করিয়া বুদ্ধি প্রাপ্ত হইলাম, সেই দেশের ঔষধ কি আমার অযোগ্য? কখনই নহে। যদি সে দেশের খাদ্য দ্রব্য আমার যোগ্য হয় তবে ঔষধও অবশ্যই আমার যোগ্য। সে দেশে থাকিয়া সেই দেশেরই ঔষধ সেবন করা আমার উচিত। যখন সে দেশ ত্যাগ করিয়া অন্য দেশে যাইব, তখন সে দেশের যে ঔষধ তাহাই ব্যবহার করিব। ইহাই তো সঙ্গত ব্যবস্থা। সকলেরই কি এই ব্যবস্থানুসারে চলা উচিত নহে? আজ কাল সুস্থ লোক আমাদের চক্ষে অতি কম পড়ে। অসুস্থের সংখ্যাই পনর আনা, তন্মধ্যে আবার চিররোগীই প্রায় আট আনা। স্বাস্থ্যরক্ষার চেষ্টা না থাকাই এরূপ হইবার কারণ। উপযুক্ত পথ্য উপযুক্ত ঔষধ ব্যবহার করিলে কখনই রোগীর সংখ্যা এত অধিক হইত না।

আমাদের জীবনের মুল্য কত তাহা আমরা বুঝি বা না বুঝি; বিদেশী কোন লোক দু দিন আমাদিগকে দেখিয়াই বুঝিতে পারে। তাই ঘৃণাও করে।

——০:::০——

কেঁচোর গুণ।

কেঁচোর সংস্কৃত নাম মহীলতা। কোন কোন স্থানে চেরা বলে। আরবিতে খারাতিন, আমাগুলআরজ ও হুগারুল আরজ বলে। হিন্দিতে কেঁচুয়া বলে। সচরাচর কাল ও লাল এই দুই প্রকারের কেঁচো দেখা যায়। তন্মধ্যে

লাল রঙের কেঁচো ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। গোবরের পুরাতন খাদার মধ্যে সচরাচর এই কেঁচো পাওয়া যায়।

প্রয়োগ। মুত্র নালীতে প্রদাহ হইলে কেঁচো চূর্ণ আঙ্গুরের রসে মাড়িয়া সেবন করিলে অধিক প্রস্রাব হইয়া ফল হয়। ইহা অন্য মাংসের সহিত খাইলে ধাতু পুষ্টি হয়। তিলের তৈলের সহিত জ্বাল করিয়া সেবন করিলে পুরাতন কাস আরোগ্য হয়, বাদামের তৈলে জ্বাল দিয়া সেবন করিলে উদরাময় সারে। ইহা সেবনে প্রসব কষ্ট দূর হয়, ব্যথা নিবারণ করে। মুত্রাশয়ের পাথরী নির্গত হয়। মুর্গীর চরবি বা জলপাইয়ের তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া কর্ণে দিলে কর্ণব্যথা সারে। লবণের সহিত পিষিয়া জল দিয়া তরল করত কর্ণে দিলে ব্যথা সারে। কাটা এবং পোড়া ক্ষতে ব্যবহার করিলে আরোগ্য হয়। প্রহারের স্থানে ব্যথা হইলে তৈল সহ ব্যবহারে ব্যথা সারে। অর্শের পীড়ায় জলপাইয়ের তৈলের সহিত ব্যবহার করিলে আরোগ্য হয়। গুহ্যদ্বার ফাটিলে ইহা ব্যবহারে সারে। ইহা ব্যবহারে সর্পবিষ নষ্ট হয়। অন্যান্য বিষদ্বারা বিষাক্ত হইলেও ইহা ব্যবহারে আরোগ্য হয়। কেঁচুয়ার চুর্ণ মুখে থাকিতে যদি সর্পে দংশন করে, তাহা হইলে সে বিষে কিছুমাত্র অনিষ্ট করিতে পারিবে না।

প্রস্তুত। যদি কোন স্থানে লাল কেঁচো না পাওয়া যায়, তবে সাঙ্করি নামক এক প্রকার গাছ মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত করিয়া তদুপরি জল ক্রমাগত দিলে শীঘ্রই এই কেঁচো জন্মে। ইহা দ্বারা তামা প্রস্তুত হয়। কেঁচো অগ্নিতে

পোড়াইয়া ছাই হইলে তাহা জলে ধুইতে হইবে। ইহাতে একরূপ দানা দানা পদার্থ পাওয়া যায়, তাহাই নাকি তাম্র।

আয়ুর্ব্বেদ মতে স্বাস্থ্যরক্ষা।

সুস্থ ব্যক্তির স্বাস্থ্যরক্ষার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক, নতুবা পীড়িত হইবার সম্ভাবনা। কিরূপ ভাবে চলিলে স্বাস্থ্যরক্ষা হয়, ক্রমে তাহা আমরা লিখিতেছি। যাঁহার যে দেশে বাস, তাঁহার সেই দেশের বিধি অনুসারে চলাই উচিত, তজ্জন্য আমরা আয়ুর্ব্বেদ হইতে স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম সংগ্রহ করিতেছি।

আমাদের দেশ গ্রীষ্ম প্রধান, সুতরাং শীত প্রধান দেশ বাসীর ন্যায় এক প্রহর বেলার সময় শয্যা ত্যাগ করিলে তাহা রোগের কারণ হয়। এদেশে প্রত্যুষে (ব্রাহ্ম মুহর্ত্তে) * শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করা কর্ত্তব্য। ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক হইয়াছে কি না, ইত্যাদি বিষয় ও শারীরিক অবস্থা নিরূপণ করিতে হইবে। বায়ু পিত্ত কফ, পাচকাগ্নির সমতা, শরীরানুরূপ ক্রিয়া, আত্মা, ইন্দ্রিয় ও মনের প্রফুল্লতা থাকিলে তাহাকে সুস্থ বলা যায়, ইহার কোনটীর ব্যতিক্রম হইলেই শরীর অসুস্থ হইয়াছে বুঝিতে হইবে এবং তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিকার আবশ্যক। শরীর সুস্থ বোধ করিলে ঊষাকালেই মল মূত্র পরিত্যাগ করিবে। ইহাতে পেট ডাকা, পেট ফুলা, পেট ভার ইত্যাদি হইতে বা থাকিতে পারে না। কিন্তু তাই বলিয়া মলের বেগ না

* সূর্য্যোদয় কালের দুই দণ্ড পূর্ব্বে।

হইলে মল ত্যাগের চেষ্টা করা অনুচিত। আবার শত কার্য্য নষ্ট হইলেও মলের বেগ উপস্থিত হইলে তাহা ধারণ করিবে না। কারণ তাহাতে নানাবিধ পীড়া হইতে পারে। শরীরের অপেক্ষা অবশ্যই কোন কার্য্য অধিক প্রিয় নহে। শরীর থাকিলেই সমস্ত রক্ষা হয়; অন্যথা সমস্তই মিথ্যা। "এই যাই, এই যাই" করিয়া বেগ ধারণ করাযায় বটে, কিন্তু তজ্জন্য পীড়া হইলে কার্য্য করিবার শক্তি একেবারেই থাকিবে না, সুতরাং এতদুভয়ের মধ্যে কোনটী অগ্রে করণীয় তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত।

আমাদের দেহে অনেক প্রকার বেগ আছে, তন্মধ্যে কোনটী ধারণ করা কর্ত্তব্য, কোনটী ধারণ করা অকর্ত্তব্য, তাহা পরে যথাস্থানে লিখিব।

মলত্যাগ করিয়া মল পথ সমূহ জলদ্বারা উত্তমরূপে ধৌত করিবে, ইহাতে দুর্গন্ধ নষ্ট ও দেহ পবিত্র হইবে। তৎপরে হস্ত তদন্তর পদ প্রক্ষালন করিবে, ইহাতে হস্ত পদের মলা নষ্ট হয়। যে বস্ত্র পরিধান করিয়া মলত্যাগ করা হয় তাহা ত্যাগ করা উচিত। কারণ মলত্যাগের সময় মক্ষিকা গুলি কখন মলের উপর বসিয়াছে, কখন ও কাপড়ে কখন শরীরে বসিয়াছে। সকলেই জানেন যে মক্ষিকা সংক্রামক রোগ বহন করে। কাহার মল কিরূপ তাহা বলা যায় না, বিশেষতঃ মল যে অপবিত্র পদার্থ তাহা সর্ব্ববাদী সম্মত, সুতরাং কাপড়খানা ত্যাগ করাই সঙ্গত। হিন্দুদিগের মধ্যে শুদ্ধাচারী ব্যক্তিগণ সকলেই মলত্যাগানন্তর স্নান বা সমস্ত শরীর ধৌত করেন, ইহাও উপরোক্ত

কারণেই কর্ত্তব্য। মক্ষিকা মলের উপর বসিলে তাহার পায়ে মল লাগিয়া যায়, সেই মল লইয়া সে যদি দেহে বা কাপড়ে বসে তবে দেহ ধৌত এবং কাপড় ত্যাগ করা কর্ত্তব্য কি না তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত।

দন্ত ধাবন। শৌচান্তে দন্ত ধাবন কর্ত্তব্য। বার অঙ্গুলি দীর্ঘ, কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগের ন্যায় মোটা, সরল গ্রন্থিহীন ও অক্ষত দন্তকাষ্ঠ দ্বারা দন্ত ধাবন করিবে। দন্তকাষ্ঠের অগ্রভাগ কোমল কুর্চ্চকাকার (কুঁচির ন্যায়) করিয়া তদ্বারা দন্ত শোধক চূর্ণ দিয়া, দন্ত বেষ্টিত মাংসে আঘাত না লাগে এরূপ ভাবে এক একটী করিয়া দন্ত ঘর্ষণ করিবে। আকন্দ, বট, খদির, করঞ্জা, অর্জ্জুন, মালতী ও করবীর প্রভৃতি তিক্ত, কটু ও কষায় রসযুক্ত বৃক্ষের দন্ত কাষ্ঠ গ্রহণ করিয়া, তদ্বারা দন্ত ধাবন করিবে। মধুর কাষ্ঠের মধ্যে মৌল (মৌয়া) কাষ্ঠ প্রশস্ত, কটু রসযুক্ত কাষ্ঠের মধ্যে করঞ্জা, তিক্ত রস যুক্ত কাষ্ঠের মধ্যে নিম্ব, কষায় রস যুক্ত কাষ্ঠের মধ্যে খদির কাষ্ঠ উত্তম। আকন্দ কাষ্ঠ দ্বারা দন্ত ধাবন করিলে রক্ত পরিষ্কার হয়, মাড়ির ক্ষত ইত্যাদি আরোগ্য হয়, শরীরে ও বল হয়। দাঁতের গোড়া দিয়া রক্ত পড়িলে তাহা ইহাতে আরোগ্য হয়। জামালগোটার কাষ্ঠের ও এই গুণ। মুখে ঘা এবং লালাস্রাব হইলে বট পাকুড়ের কাষ্ঠে দন্ত ধাবন করিলে সারে। দন্ত শূলও সারে। দাঁতের গোড়া ফুলিলে করঞ্জ কাষ্ঠের দন্ত ধাবন করিলে সারে। দন্তে কৃমি লাগিতে পারে না। কুল কাষ্ঠ দ্বারা দন্ত ধাবন করিলে কণ্ঠ শোধিত হয়, সুতরাং ধ্বনি

মধুর হয়। খদির কাষ্ঠের দন্ত ধাবনে মুখের সুগন্ধি হয়, দন্ত ক্ষত নাশ হয়, অন্যান্য মুখ রোগও সারে এবং দন্ত মূল দৃঢ় হয়। আম্র কাষ্ঠের দন্ত ধাবনে, রক্ত পড়া নিবারণ হয়, দুর্গন্ধ নাশ হয়, ক্ষত সারে। কদম্ব কাষ্ঠ দ্বারা দন্ত ধাবনে ধারণা ও মেধা শক্তি বৃদ্ধি পায়, এবং ক্ষতাদিতেও উপকার করে। চম্পক বৃক্ষের দন্ত ধাবনে ও নানা প্রকার দন্ত রোগ নষ্ট হয়। বকুল কাষ্ঠের দন্ত ধাবনে রক্ত পড়া দাঁত নড়া সারে। এতদ্ভিন্ন শিরীষ, আপাঙ্গ, দাড়িম্ব, কুটজ, আসশেওড়া প্রভৃতি দ্বারা দন্ত ধাবন করা যাইতে পারে। গুবাক, তাল, হেতাল, কেতকী, বৃহৎ তৃণ, খর্জ্জুর ও নারিকেল প্রভৃতির কাষ্ঠ দ্বারা দন্ত মার্জ্জন করিবে না, কারণ ইহাদের আঁস মোটা ও শক্ত, দন্ত মূলে লাগিয়া ক্ষত হইতে পারে।

গলরোগী, তালুরোগী, ওষ্ঠরোগী, জিহ্বারোগী, মুখপাকরোগী ও মুখশোষ রোগীর দন্ত কাষ্ঠ দ্বারা দন্ত মার্জ্জন করা উচিত নহে। দুর্ব্বল এবং যাহার ভুক্ত অন্ন পরিপাক হয় নাই, অথবা শ্বাস, কাস, বমি, হিক্কা ও মূর্চ্ছা-রোগী, পিপাসিত, শ্রান্ত, মাতাল, শিরোরোগগ্রস্থ, কর্ণশূলে, চক্ষু রোগে, নবজ্বরে, হৃদ্রোগে দন্তকাষ্ঠ দ্বারা কদাচ দন্ত মার্জ্জন করিবে না। কারণ শ্বাস কাস প্রভৃতিতে কাষ্ঠের দ্বারা মুখে আঘাত লাগিতে পারে। ভুক্ত অন্ন পরিপাক না হওয়া জন্য এবং অন্যান্য কারণে হঠাৎ মূর্চ্ছা হইয়া মুখে বা গলায় বিষম আঘাত লাগিতে পারে এই জন্যই এ অবস্থায় দন্ত কাষ্ঠ ব্যবহার করা নিষেধ। এ সময় তৈল

মিশ্রিত লবণ বা কয়লা কিম্বা দন্ত শোধন চূর্ণ দ্বারা মার্জ্জন করিবে। ক্রমশঃ]

খাদ্য দ্রব্য গুণ।

তোরই— তোরই শীতল মিষ্ট আর কফকারী।
বায়ু বৃদ্ধি করে আর পিত্ত দোষহারী॥
অগ্নি বৃদ্ধি হয় ইথে জানিবে নির্য্যাস।
কাস ক্রিমি নাশ করে আর জ্বর শ্বাস॥

কাঁকরোল— কাঁকরোল অগ্নিকর, নাশে শ্বাস কাস।
মল কুষ্ঠ জ্বর নাশে অরুচি হৃল্লাস॥

আলু— শীতল মধুর রস মল বদ্ধ করে।
গুরু রুক্ষ সুদুষ্পাচ্য রক্ত পিত্ত হরে॥
কফ বায়ু বল স্তন্য শুক্র বৃদ্ধি করে।
লাল, গোল, সাদা আলু এই গুণ ধরে॥

মূলা— রুক্ষ উষ্ণ গুরু আর ত্রিদোষ কারক।
তৈলেতে ভাজিলে হয় ত্রিদোষ নাশক॥
সকল সময়ে হয় উদর আধ্মান।
মূলার উদ্গার হয় সকল প্রধান॥

গাজর— গাজর মধুর উষ্ণ অগ্নি প্রদীপক।
রক্ত পিত্ত অর্শ কফ গ্রহণী নাশক॥

মান— মানকচু শীতবীর্য্য রক্ত পিত্ত হরে।
লঘু গুণযুত আর শোথ নাশ করে॥

কেশুর— কেশুর মধুর রস শীতল কষায়।
পিত্ত, রক্ত, দাহ, চক্ষু রোগ নাশ হয়॥

গুরু পাক মলরোধী শুক্র বিবর্দ্ধক।
বায়ু কফ স্তন্য আর অরুচি কারক॥

—০:০—

পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ।

৫। বাত।

(ক) তার্পিণ তৈল এক ছটাক, ব্রাণ্ডি এক ছটাক কর্পূর ২ ছটাক, সাবান ১।০ তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া রৌদ্রে গরম করিয়া মালিশ করিবে। ইহাতে বাত ও অন্য প্রকার প্রাদাহিক বেদনা সারিবে।

(খ) আপাঙ্গের (চটপটে বা বিলাই আঁচড়া) শিকড়, ১ তোলা, গোলমরিচ ২০ টা, লঙ্গ ১৬ টা একত্র বাটিয়া তিনটী বড়ী করিবে। স্নান করিয়া ক্রমান্বয়ে এই তিনটী বড়ী খাইয়া মজগুর মৎস্যের ঝোল ও ভাত খাইতে হইবে। মৎস্য ঘৃতপক্ক হওয়া আবশ্যক। হিন্দু বিধবার কাঁচা কলার ঝোল ঘৃতপক্ক খাইলেই হইবে। ঔষধ খাইবার দিন এক বেলা আহার, অন্য কোন তরকারী নিষেধ। পান তামাক বা অন্য কোন প্রকার মাদক দ্রব্য নিষেধ। রবিবার ও বৃহস্পতিবার ঔষধ সেবন প্রশস্ত।

৬। রক্তস্রাব নিবারণ।

চটচটে বা বিলাই আঁচড়ার শিকড় কটু তৈলে বাটিয়া বাঁধিয়া দিলে ক্ষতের রক্তস্রাব বন্ধ হয়।

৭। ক্ষত।

(ক) বন ঘুঁটা জ্বালাইয়া তাহার উপরে একটী পিতলের বাটীতে কটু তৈল দিয়া ফুটাইতে হইবে। তদনন্তর শ্বেত করবীর পাতা বা মুলের ছাল তাহাতে দিয়া সম্পূর্ণ মরা মরা হইলে ঐ তৈল নামাইয়া তুলাদিয়া লাগাইলে ক্ষত শীঘ্র আরোগ্য হয়। সত্বর আরোগ্য হইতেছে না এরূপ স্থায়ে ইহা অধিক ফল প্রদ।

(খ) মাখন ৵০ খদির ৵০ কর্পুর ১০ একত্র মিশাইয়া ক্ষত স্থানে প্রলেপ দেও।

(গ) চাঁপা ফুলের পাতা ঘৃতে ভাজিয়া সেই ঘৃতের সহিত মিশাইয়া ক্ষত স্থানে দিলে ক্ষত সারে।

(ঘ) গব্যঘৃত এক পোয়া, সাদা ধুপ আধ পোয়া লইবে। একটী লৌহ পাত্রে ঘৃত জ্বাল দিয়া তাহার মধ্যে ধুপ গুলি চুর্ণ করিয়া দিয়া নামাইলে জমিয়া যাইবে। ঐ জমাট ধুপ মিশ্রিত ঘৃত এক শতবার ধৌত করিয়া নেকড়ায় করিয়া ক্ষত স্থানে দিলে সারে।

শ্রীরামচন্দ্র রায় উকীল জজকোর্ট।

হোমিওপ্যাথিক মতে ওলাউঠা চিকিৎসা।

ভেদ।

১। উদরে গুমরানী—*কার্ব্বো ভেজ, * জেট্রোফা ফস্ফ, * ভিরেট, ফস্ফ এ

২। গুমরানীর সঙ্গে ভেদ— ফস্ফ, ফস্ফ এ, ভিরেট।

৩। পেট ব্যথা ও ভেদ—*ভিরেট, + আর্স, + ক্যামো, ইপিকা, মার্ক, কুপ্রম, *ক্যাম্ফার, ফস্ফ, + মার্ক-স, * নক্স-ভ, * কলোস

৪। ভেদের সঙ্গে ন্যক্কার— + আর্স, + ফস্ফ, মার্ক, ইপিকা, নক্স।

৫। ভেদের সঙ্গে বমি— + ভিরেট, + এণ্ট-টার্ট, + আর্স + ফস্ফ, + কুপ্রম, + ইপিকা

৬। কটা বর্ণের ভেদ— * ভিরেট, + এণ্ট-টার্ট, + ফস্ফ, + ক্যাম্ফার, আর্স, + নক্স।

৭। সবুজ বর্ণের ভেদ—* ফস্ফ, + ক্যামো, মার্ক, ভিরেট, আর্স, ইপিকা।

৮। বাহ্য ধুসর বর্ণ, ঈষৎ সাদা— * ফস্ফ, * ফস্ফ এ

৯। দুধের মত সাদা ভেদ—মার্ক, বেলা।

১০। জলের মত ভেদ— + ফস্ফ, + সিকেলী + ভিরেট।

১১। চাউল ধোয়া জলের মত ভেদ—*ফস্ফ, + ফস্ এ * ভিরেট, সিকেলী, + একন।

১২। কুমড়া পচার ন্যায় থাকিলে—* একন।

১৩। ভেদ সহ অন্ত্রশূল— + কলোস, + ফস্ফ, ভিরেট।

১৪। আমানির মত ভেদ—*ফস্ফ, ফস্ফ এ + ভিরেট, + আর্স, + সিকেলী।

১৫। উষ্ণ ভেদ—*একন।

১৬। শুভ্র বিরেচন—*একন।

১৭। আমাশয়ে জ্বালাসহ—*আর্স।

১৮। ভুক্তদ্রব্য বিরেচন—চায়না, নক্স।

১৯। পূর্ব্বে ব্যথা পরে ভেদ—ভিরেট।

২০। ভেদ কালে কপালে শীতল ঘর্ম্ম—ভিরেট।

২১। উদরে উত্তাপ বা শীতল বোধ—ফস্‌ফ।

২২। অজীর্ণ দ্রব্যপূর্ণ উদর—ইপিকা, নক্স।

২৩। দুই প্রহর রাত্রি পর ভেদ—সলফার।

২৪। ক্রিমিজনিত—সিনা।

২৫। ভয়জনিত—একন।

২৬। রক্তময় বিরেচন—মার্ক-কর, একন।

২৭। বেদনাশূন্য জলবৎ বিরেচন—* রিসিনাস, একন।

২৮। বেদনা ও বমন শূন্য ভেদ—ফস্‌ফ।

২৯। কিঞ্চিৎ বমন সঙ্গে থাকিলে—ফস্ফ এ।

৩০। হরিদ্রাবর্ণ ভেদ—একন, * চায়না।

৩১। আক্রমণে নিদ্রা ভাঙ্গিলে—সলফার,

৩২। ফেণাযুক্ত ভেদ—চায়না।

৩৩। রৌদ্রের উত্তাপ জনিত ভেদ—ভিরেট এ।

বমন।

১। ন্যাকারের সঙ্গে তৃষ্ণা—* ভিরেট, * ফস্ফ।

২। ন্যাকার বোধ সহ মাথা ঘোরা—* ক্যাম্ফার।

৩। ন্যাকার বোধ সহ পেট ব্যথা—*ভিরেট, ক্যাম্ফ, এণ্টি-টার্ট, * কুপ্রম, * ফস্ফ, আর্স।

৪। ন্যাকার বোধ সহ ভেদ—* ফস্ফ, * আর্স, মার্ক।

৫। ফেণাযুক্ত বমি—* ভিরেট।

৬। ফেনাযুক্ত ও জলবৎ বমন—*ভিরেট, + কুপ্রম, * জেট্রোফ, * ইপিকা * আর্স।

৭। বমনসহ ভেদ—ওলি, নক্স, * ভিরেট, ফস্ফ, ইপিকা, এণ্টি-টার্ট।

৮। আমাশয়ে ব্যথাসহ বমন—* ভিরেট; * এণ্টিটার্ট, + কুপ্রম, ইপিকা, * ফস্ফ।

৯। জলপানের পরেই বমন—* ভিরেট, * আর্স, নক্স।

১০। বমনের সময় অন্ত্রে ব্যথা—* ভিরেট, + কলো * ফস্ফ, কুপ্রম, * এণ্টি-টার্ট, ইপিকা।

১১। বমন, ভেদ, অন্ত্রব্যথা—*ভিরেট, + কুপ্রম, * ফস্ফ।

১২। রক্তবমি—ফস্ফ, ভিরেট।

১৩। রক্ত ঢেলা বমন—কষ্টি, আর্নি।

পাকস্থলী।

১। পাকস্থলীতে জ্বালা—* আর্স, কার্ব্বো-ভে, + লরোসি, নক্স, *ফস্‌ফ, *সিকেলি।

২। চাপ বা কষ্টবোধ—* আর্স, *নক্স, *ক্যাম্ফ, ভিরেট।

৩। অনিবার্য্য ব্যথা—*ভিরেট, + ক্যাম্ফ, + কুপ্রম, + ফস্ফ, *মার্ক-স, *একন।

৪। স্ফীত ও চাপে ব্যথা—সলফ, নেট-মি।

৫। হিক্কা, পুনঃপুনঃ—বেল।

৬। হিক্কা, উচ্চ শব্দ বিশিষ্ট—সিকুট।

৭। হিক্কা, উদরে শব্দ সহ—হায়স।

৮। শ্বাস রোধক হিক্কা—পল্‌স।

৯। হিক্কা, জলপানান্তে—পল্‌স, ইগ্নে।

Intentionally Duplicate Exposure

১০। হিক্কা, আহারান্তে—ফস্‌ফ, ইগে।

১১। উদরে গরম বোধ— *ফস।

১২। উদরে ঠাণ্ডা বোধ— *ফস।

১৩। চর্ব্বি বা তৈলাক্ত দ্রব্য সেবনে— * পল্‌স।

প্রস্রাব।

১। প্রস্রাব অবরোধ—ক্যাম্ব+ভিরেট, + ক্যাম্ফ, ওপি।

২। প্রস্রাবের বেগ ও নিষ্ফল ইচ্ছা—*ক্যান্থ।

৩। প্রস্রাব জন্মেনা— * ভিরেট, *কার্ব্বো ভে, * কুপ্রম *সিকেলি, ক্যান্থা, টেরেব।

৪। প্রস্রাব অল্প উৎপন্ন হয়—*কুপ্রম,*ক্যাম্ফ, + ভিরেট।

—০—

প্লেগের ঔষধ।

মিরার হইতে উদ্ধৃত।

শতকরা ১ অংশ কার্ব্বলিক এসিড সোলিউসানে ১০ মিনিট মধ্যে প্লেগ কীটের মৃত্যু হয়। দুই হাজার অংশ জলে ১ অংশ সলফিউরিক এসিড মিশাইলে যে দ্রব হয় তাহাতে ৫ মিনিট মধ্যে প্লেগ কীট মরে। সহস্র অংশ জলে ১ অংশ রসকর্পূর মিশাইলে যে দ্রব হয় তাহাতে তৎক্ষণাৎ প্লেগ কীটের মৃত্যু হয়। প্রতি দিন কিঞ্চিৎ পরিমাণে নেবুর রস বা লিমনেড পান করিলে শরীরে প্লেগ কীট জন্মিতে পারে না। পণ্ডিত শঙ্করনাথ।

—০—

১। প্লেগ পীড়িত স্থানের লোকে প্রতিদিন প্রাতঃকালে অর্দ্ধ ছটাক বা এক তোলা পরিমাণ গাভী মূত্র পান

করিবে। ইহাতে আক্রমণ ও সংক্রমণ দুইই নিবারিত হইবে।

২। পীড়িত স্থানে গরুর খিঁচ (গোশালার মেজেতে গোমূত্র ও মাটীতে মিশিয়া হয়) গরম করিয়া প্রলেপ দিতে হইবে।

৩। রোগীকে নিয়মিত সময় অন্তরে বার বার গোবৎসের মূত্র পান করিতে দিবে। মন্তব্য। গোমূত্র ব্যবহারে কোন ক্ষতি নাই ইহা সকলেই জানেন। যদি কোন রোগী পান করিতে না পারে, তাহার গায়ে মালিশ করিলেই চলিবে।

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মল্লিক।
কাটোয়া।

ঔষধ ও চিকিৎসা সংগ্রহ।

ষ্ট্রীকনাইন—ডাক্তার হল বলেন, রোগের শেষাবস্থায় শরীর শীতল হইলে, এক পঞ্চমাংশ বা এক তৃতীয়াংশ গ্রেণ ষ্ট্রীকনাইন চর্ম্মের নিম্নে পিচকারী করিয়া দিলে আরোগ্য হয়। এমন কি সর্পাঘাতেও এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। I. M. R.

ঘর্ম্মকারক চূর্ণ—কর্পূর চূর্ণ এক গ্রেণের ১০ ভাগের ৩ ভাগ হইতে দেড় গ্রেণ পর্য্যন্ত। অহিফেণ চূর্ণ এক তৃতীয়াংশ হইতে অর্দ্ধ গ্রেণ পর্য্যন্ত, পটাসি এসিটাস তিন হইতে সাড়ে চারি গ্রেণ, চিনি ১৫০ গ্রেণ একত্র মিশ্রিত করিয়া একটী পুরিয়া করিবে এবং চা'র সহিত রাত্রিতে শয়নের সময় পান করিবে। I. M. R.

গাউট রোগে—আইওডাইড অব পটাস ৪ ড্রাম, লিনিমেণ্ট সেপোনিস্ ৪ ড্রাম, অয়েল কাজুপুট অৰ্দ্ধ ড্রাম, অয়েল কারি অৰ্দ্ধ ড্রাম একত্র মিশ্রিত করিয়া শোধিত সুরা দ্বারা ৭ ঔন্স পূর্ণ করিবে। ইহাতে লিণ্ট ভিজাইয়া পীড়িত স্থানে দিয়া ঢাকিয়া দিবে। I. M. R.

এরিসিপেলাস্ রোগে—কার্ব্বলিক এসিড, টিংচার আইওডিন এবং শোধিত সুরা প্রত্যেক এক ঔন্স, তার্পিণ তৈল দুই ঔন্স, গ্লিসারিণ তিন ঔন্স একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে এবং এণ্টিসেপ্টিক গজ দ্বারা আবৃত করিয়া দিবে। I. M. R.

অজীর্ণ ও উদর স্ফীত রোগে— টিংচার জেনসিয়ান, টিংচার ভেলেরিয়ান, টিংচার নক্স ভমিকা প্রত্যেক এক ড্রাম, ক্লোরোফরম ২০ হইতে ৪০ ফোটা একত্র মিশ্রিত করিয়া ১০ হইতে ২০ ফোটা মাত্রায় জল সহ আহারের পূর্ব্বে সেবন করিতে হইবে। I. M. R.

উপদংশ—সফ্‌ট শ্যাঙ্কার রোগে সাবান এবং জল দ্বারা ক্ষত ভাল করিয়া ধৌত করিবে, তারপর পারক্লোরাইড লোসান দিয়া ধুইবে। অবশেষে ক্লোরেথাইল লাগাইবে এবং ক্ষতোপরি যে ছালের মত পড়িবে তাহা ধারাল ক্ষুর বা তদ্রূপ কোন অস্ত্রদ্বারা চাঁছিয়া ফেলিবে। তারপর নাইট্রেট অব সিলভার স্পর্শ করিয়া রক্ত বন্ধ কর। আয়োডোফরম চূর্ণ দ্বারা ক্ষত ঢাকিয়া দেও, তার উপর অকসাইড অব জিঙ্কের প্লাষ্টার লাগাও, ২৪ ঘণ্টা পর প্লাষ্টার পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। ৪।৫ দিন এইরূপ করিলেই শ্যাঙ্কার আরোগ্য হইবে। I. M. R.

ডিলিরিয়াম ট্রিমেন্স— ডাঃ টর্ভিন্স ডিলিরিয়াম ট্রিমেন্স রোগে নিম্ন লিখিত প্রণালীতে ৪০টী রোগী চিকিৎসা করিয়া দেখিয়াছেন। তিনি বলেন প্রথমে "হট বাথ" দিয়া মাথায় শীতল জল ধারানী করিবে, তার পর ৮০ ভাগের এক ভাগ হইতে ৬৬ ভাগের এক ভাগ পর্য্যন্ত এট্রোপিয়ার লোসন চর্ম্মের নিম্নে পিচকারী করিয়া দিবে। ইহাতে ২০।৩০ মিনিট মধ্যে বেশ নিদ্রা হইবে। কখন কখন এই রূপ ফল প্রকাশ হইতে কয়েক ঘণ্টা বিলম্বও হয়। মাংশপেশীর উত্তেজনা থাকিলে প্রথমতঃ এই ঔষধে তাহা একটু বৃদ্ধি হয়, কিন্তু ইঞ্জেক্সান দিবার ১০।১২ ঘণ্টা পর রোগী স্থির হয়। এই রোগের চিকিৎসায় প্রথমতঃ ১১০ ভাগের ১ ভাগ এট্রোপিয়ালোসন দ্বারা আরম্ভ করিবে এবং ৬৬ ভাগের ১ ভাগ পর্য্যন্ত মাত্রা বৃদ্ধি করিবে। ১০ ঘণ্টা পর এক এক বার ইঞ্জেকসান দিবে। ৬৬ ভাগের এক ভাগ পর্য্যন্ত মাত্রায় উঠিয়া ১২ ঘণ্টা পর এক এক বার ইঞ্জেক্সন দিবে। সচরাচর দ্বিতীয় বার ইঞ্জেক্সান করা পর রোগী স্থির হয়, এবং ৩য় বা ৪র্থ বারের পর গাঢ় নিদ্রা যায়। নিউমোনিয়া থাকিলে "বাথ" দিবে না। কঠিন রোগে প্রথমে স্যালিসিলেট অব সোডা এবং ডায়ুরেটিন দিবে। অধিক মাত্রায় ডায়ুরেটিন দিলে নিদ্রা হয়, তার পর এট্রোপিয়া ইঞ্জেক্ট করিবে। I. M. R.

শিরঃপীড়া (মাইগ্রেণ)— ভ্যালেরিয়েনিক মেন্থল এই পীড়ার অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ভালেরিয়েনিক মেন্থল ৫ ভাগ, পরিশ্রুত জল ২৫ ভাগ সিরাপ ক্যাপিলার (Syrup

PARTIALLY DAMAGED.

oegillor, zaner) ৫০ ভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া দুই ঘণ্টা পর পর ২৫ ফোটা মাত্রায় সেবন করিলে মাইগ্রেণ সারে। যদি পিউপিল সঙ্কুচিত থাকে তবে কেফিন সাইট্রিক ও মেন্থল প্রত্যেকে ১ গ্রেণ, কুইনাইন ৫ গ্রেণ এক পুরিয়া করিয়া ২ ঘণ্টা পর পর সেবন করিতে দিবে। যদি পিউপিল অস্বাভাবিক বিস্তৃত হয় তবে একখানি রুমালে ১২ ফোটা ইথর ঢালিয়া ঘ্রাণ লইতে দিবে। I. M. R.

কাস এবং প্লীহা।— একটী রোগীর প্লীহা বৃদ্ধি হইয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে কাসও ছিল। হটাৎ এক দিন তাহার বাক্‌রোধ হইয়া যায়। তাহার হৃৎপিণ্ডের উপর ৬ ইঞ্চি আকারের একখানি এবং গলায় ভেগস্ স্নায়ুর উপর ৩ ইঞ্চি দীর্ঘও এক ইঞ্চি প্রস্থ ২ খানি মাষ্টার্ডের পটি লাগাইয়া দেওয়ায় ২০ মিনিট মধ্যেই কথা কহিতে পারিয়াছিল। প্লীহা ও কাসের জন্য তাহাকে নিম্ন লিখিত ঔষধটী দেওয়া হইয়াছিল:—

কোপেবা অয়েল ৫ ফোটা, লাইকার পটাসি ৬ ফোটা, মিউসিলেজ ১ ড্রাম জল ৭ ড্রাম একত্র মিশ্রিত করিয়া এক মাত্রা প্রস্তুত করতঃ এইরূপ তিন মাত্রা দিবসে ৩ বার সেবন করিতে হইবে। এই ঔষধটী একমাস সেবনেই রোগীর কাস ও প্লীহা আরোগ্য হইয়াছিল। I. M. R.

গাউট রোগে:— ৪৮ বৎসর বয়স্ক [illegible] ব্যক্তির দক্ষিণ হস্তের মণিবন্ধ হইতে অঙ্গুলীর অগ্রভাগ পর্য্যন্ত এত ব্যথা হইয়াছিল যে, ৬০ ঘণ্টা নিদ্রা যাইতে পারিয়াছিল না। ক্ষুধা ছিল না। কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়াছিল না।

[illegible] স্থান অত্যন্ত স্ফীত হইয়াছিল। রোগী মুষ্টি বদ্ধ করিতে পারিত না। ইহাকে ব্যথা স্থানে নিম্ন লিখিত ঔষধ মালিস করিতে দেওয়া হইয়াছিল:— মেন্থল ১ অংশ, ক্লোরোফর্ম ৩ অংশ একত্র মর্দ্দন দ্বারা মিশ্রিত করিয়া তাহাতে লিনিমেণ্ট ক্যাম্ফার কোং ২ অংশ, লিনিমেণ্ট বেলাডোনা, লিনিমেণ্ট একোনাইট এবং লিনিমেণ্ট ওপিয়াই প্রত্যেকে এক অংশ মিশাইয়া কিঞ্চিৎ মসিনার তৈল দিয়া মালিসের ঔষধ প্রস্তুত করিবে। প্রায় ২০ মিনিট পর্য্যন্ত এই ঔষধ মালিস করিয়া এবসর্বেণ্ট কটন এবং ফ্লানেল দ্বারা জড়াইয়া বাঁধিতে হইবে। সেবনের জন্য নিম্ন লিখিত ঔষধ দেওয়া হইয়াছিল:—

পটাসি আইওডাইড ২৫ গ্রেণ, পটাসি স্যালিসিলেটিস্ ৩০ গ্রেণ, ম্যাগ সলফ্ ৩ ড্রাম, টিংচার কার্ড কোং ১॥০ ড্রাম, টিংচার নক্স ভমিকা ৪০ ফোটা, টিংচার সিঙ্কোনা ১॥০ ড্রাম, ভাইনম কলচিকম্ ১ ড্রাম, জল ৬ ঔন্স একত্র মিশ্রিত করিয়া ৬ দাগ করিতে হইবে। প্রতি দিন ৩ দাগ করিয়া সেবন করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে কোষ্টবদ্ধের জন্য ম্যাগ-সালফ এবং জ্বরের জন্য কুইনাইন দেওয়া হইয়াছিল। ইহাতেই এই রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছিল।

বিবিধ তত্ত্ব।

মদ্যপায়ীর সন্তান:— ১৭ বৎসর বয়স্কা একটী স্ত্রীলোকের এক জন বিখ্যাত মদ্যপায়ীর সহিত বিবাহ হয়। নয় বৎসর মধ্যে তাহাদের পাঁচটী সন্তান হইয়াছিল। তন্মধ্যে ৪টী জন্মের ১০ দিন মধ্যেই মৃত্যু মুখে পতিত হইয়া-

PARTIALLY DAMAGED.

[illegible]

[illegible] সুস্থ ব্যক্তিকে বিবাহ করিয়াছে। এই বিবাহে তাহার দুইটী সন্তান হইয়াছে। বড়টীর বয়স ৪ বৎসর, ছোটটীর বয়স, এই সংবাদ লিখিবার সময় ১৪ দিন হইয়াছে। উভয়েই সুস্থ আছে। কোন প্রকার রোগ তাহাদের হয় নাই।

পিতা মাতার বয়স :— ডাক্তার জারোসি ২৪ হাজার রোগী পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন, পিতা মাতার ২০ হইতে ২৫ বৎসর বয়স মধ্যে সন্তান হইলে তাহারা দুর্ব্বল এবং কোমল প্রকৃতির হয়। ২৫ হইতে ৪৫ বৎসর মধ্যে যে সমস্ত সন্তান হয় তাহারা বেশ সবল হয়। মাতার ২৫ হইতে ৩৫ বৎসর বয়স মধ্যে যে সন্তান হয় তাহারা বিশেষ তেজস্বী হইয়া থাকে। পিতা অপেক্ষা মাতার বয়স ১০ বৎসর কম হইলে সন্তান অধিকাংশই সুস্থ হয়। পিতা মাতার সমান বয়স অপেক্ষা মাতা ছোট হইলেই সন্তান অধিক বলিষ্ঠ হয়।

ঔষধে ট্যাক্স :— ভারতীয় পেটেন্ট ঔষধের উপর নাকি টাকায় দেড় আনা করিয়া ট্যাক্স হওয়া সম্ভব। ইণ্ডিয়ান মেডিকাল রেকর্ড ইহাতে ভারি খুসি। এই ট্যাক্স হইলেই নাকি পেটেন্ট ঔষধের সংখ্যা কমিবে।

মশক নাশের ঔষধ :— কোন জলাভূমির জল পচিয়া মশা জন্মিলে তাহাতে পার্মেঙ্গেনেট অব পটাশ দিলে মশা ডিম্ব সমেত নষ্ট হয়। ৩০ বিঘা পরিমাণ জলাতে ৪।৫ ঔন্স পার্মেঙ্গেনেট অব পটাস দিলেই এক মাস পর্য্যন্ত তাহার ফল স্থায়ী হয়।

[illegible]

মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার।

শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, নবাবগঞ্জ	৸৶০
" রামযাদু হালদার, লালবাগ মুন্সেফ কোর্ট	৸৶০
" রামচন্দ্র সেন উকীল, দিনাজপুর	৸৶০
" পীতাম্বর চক্রবর্ত্তী উকীল, দিনাজপুর	৸৶০
" ডাক্তার রাধিকাপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায়, নাগপুর	৸৶০
" মথুরানাথ সেন মোক্তার, মালদহ	৸৶০
" বিহারীলাল তরকদার মোক্তার, দিনাজপুর	৸৶০
" তারকনাথ বাগচী উকীল, ঠাকুরগাঁও	৸৶০
" মাধবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কলিকাতা	৸৶০
" সেরেস্তাদার মুন্সেফ কোর্ট, সাতক্ষীরা	৸৶০
" ডাক্তার য[illegible]শোদাকুমার বন্দোপাধ্যায়, চুড়ামন	৸৶০
" কালীনারায়ণ রা[illegible] উকীল, নবাবগঞ্জ	৸৶০
" ডাঃ হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এল, এম, এস্, নেপাল	৸৶০
" সেরেস্তাদার মুন্সেফ কোর্ট, ঘাটাল	৸৶০
" ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, বিলাসপুর	৸৶০
" নীলমণি কুণ্ডু, বোয়ালিয়া	১৷০
" ডাক্তার এইচ, কে, বনার্জি, অযোধ্যা	৸৶০
" বৈদ্য লছমন গুবাজু, নেপাল	৸৶০
" রামজয় বাগচী মোক্তার, বোয়ালিয়া	৸০
" ঈশানচন্দ্র তরকদার মোক্তার, দিনাজপুর	৸৶০
" প্রসন্নকুমার বন্দোপাধ্যায়, কালীগ্রাম	৸৶০

ক্রমশঃ।

কবিরাজী ঔষধ।

সস্তায় খাঁটি ঔষধ যোগাইবার জন্য উপযুক্ত লোক রাখিয়া নিজ তত্ত্বাবধানে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুত করতঃ কিঞ্চিৎ লাভ রাখিয়া বিক্রয় করিতেছি। অধিক বিক্রয় হইলেই সস্তা দেওয়া যায়। খাঁটি কি না পরীক্ষা করিলেই জানিতে পারিবেন। রোগের বিস্তারিত বিবরণ সহ উত্তরের টিকিট দিয়া পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ব্যবস্থা [illegible]

চিকিৎসক সম্পাদক।
পোঃ ঘোড়ামারা—রাজসাহী।

PARTIALLY DAMAGED.

ISSUE(S) MISSING
5 – 12
NOT AVAILABLE